শ্রীরজত সেন

নাথ ব্রাদার্স
প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, টালিগঞ্জ

প্রকাশক—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স
[illegible] আনোয়ার শা রোড, টালিগঞ্জ

মহালয়া—১৩৪৮

দাম বারো আনা

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা

তোমাকে দিলাম,—

আমাদের প্রকাশিত ছোটদের কয়েকখানি বই

১।	অলিভার টুইষ্ট	১৲
২।	এ্যাড্‌ভেঞ্চার	১৲
৩।	যমে-মানুষে	১৲
৪।	শিউরে ওঠে গাটা	৸৹
৫।	প্রাণ নিয়ে টানাটানি	৷৷৹
৬।	পাইলট্ শিলু	৷৷৹
৭।	সাগর দ্বীপের পাগ্‌লা বুড়ো	৷৷৹
৮।	রাতের অন্ধকারে	৷৷৹
৯।	[illegible]	৷৷৹
১০।	ভাল্লুকের হাতে	৷৵৹
১১।	হালুম খা	৷৴৹
১২।	ভূতের বিচার	৷৴৹
১৩।	হুঁশিয়ার	৷৹

অন্ধকারে হিংস্র দুই চোখের দৃষ্টি ঝক্‌মক্ করে উঠলো —পৃষ্ঠা ১৭

এক

সকাল থেকেই বকুলতলার মাঠে ভীড়। এই সেই বকুলতলা—যার কাহিনী লোকে আজও ভোলেনি। সারি সারি তাঁবু পড়েছে, হোগ্‌লার ছাউনি-দেওয়া ছোট ছোট বাঁশের বেড়ার ঘর, আর তার মধ্যেই গ্রামের দোকানিরা হরেক রকমের জিনিষপত্র সাজিয়ে বসে আছে। আশে পাশে আরও সব ছাউনি উঠছে; তৈরী হচ্ছে প্রকাণ্ড এক নাগরদোলা; রাজ্যের সব ছেলে-মেয়েরা সেই নাগরদোলার কাছে ভীড় জমিয়েছে; আর আলোচনা চলছে কেমন ক'রে পয়সা সংগ্রহ ক'রে ঐ দোলায় চড়বে।

কিন্তু এর মধ্যে ব্যাপার আছে। কাল রাত্রেও এ পথ দিয়ে যারা হেঁটে গেছে তারা ঘরের কোন চিহ্ন মাত্র দেখেনি, আর আজ

এক রাত্রির মধ্যে প্রকাণ্ড এক মেলা। আশ্চর্য্যের কথা ভুল নেই এতে। সকলে হাঁ ক'রে দেখতে লাগলো কাণ্ড কারখানা, বোঝা গেলনা কিছু। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোথা থেকেই বা এলো এত হোগ্‌লা আর রাজ্যের বাঁশ, এত মানুষ আর অসংখ্য জিনিষ-পত্র। চারিদিকে পাগড়ী মাথায় তকমাআঁটা যণ্ডা চেহারার লাঠিয়াল আর দারওয়ান ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা যে রায়েদের লোক এ কথা গ্রামের মধ্যে নিমেষে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল, মুখে মুখে রহস্য প্রকাশ হ'য়ে যেতে বিলম্ব হ'লনা।

রায়েদের কি একটা পারিবারিক পর্ব্ব উপলক্ষে তাঁরা এই বকুলতলায় মেলা বসিয়েছেন। তাঁদের পয়সায় গড়ে উঠেছে এত তাঁবু, এত দোকান। এবং শেষে সেনেরা যদি কোন রকম উৎপাত ক'রে সেই জন্যেই এত কড়া বন্দোবস্তের ব্যবস্থা! সেনেদের দাস্তপনা তাদের আর জানতে বাকী নেই! কখন কোন দিকে গুন ধরিয়ে দেয় তারই বা ঠিক কি?

ক্রমে বেলা বাড়লো, আর বাড়লো লোকের ভিড়। নাগরদোলা প্রস্তুত; ছেলেরা সব পয়সা নিয়ে হাজির। কিন্তু দশটার আগে সুরু হবেনা বলে হতাশ হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। একটা তাঁবুর সামনে ভাঙ্গা চৌকির ওপর দাঁড়িয়ে একটা লোক দিব্যি আগুন খাচ্ছিল আর চীৎকার করছিলো, 'যে যেখানে আছো চলে এসো এমন আশ্চর্য্য ম্যাজিক দেখনি কখনও, তোমরা অবাক হ'য়ে যাবে কাটা মানুষকে জোড়া লাগাতে দেখে,! এসো, চলে এসো, মাত্র চার পয়সা।'

কিন্তু আনন্দ আর কারুর ভাগে ঘটলোনা বুঝি! সেনেদের পেয়াদারা হঠাৎ দল বেঁধে উপস্থিত। যেন একদল ডাকাত। ছেলেরা সব ভয় পেয়ে পেছিয়ে দাঁড়ালো। দাঙ্গা স্থুরু হবার আর বুঝি দেরী নেই। এই রায়েদের আর সেনেদের রেষারেষির কথা তারাও কত যে শুনেছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

রায়েদের লাঠিয়ালরা বুক উঁচিয়ে দাঁড়ালো। বললে, 'তফাৎ যাও, না হ'লে মাথা ফাটবে!'

সেনেদের দারওয়ানরা বললে, 'কার হুকুমে তোমরা এ জমিতে তাঁবু ফেলেছো তার উত্তর দাও।'

'কার আবার হুকুম' রায়েদের লাঠিয়ালরা মুচকে হেসে বললে, নিজেদের জমিতে তাঁবু ফেলেছি এখানে আবার হুকুম কি? হাসালে তোমরা, নিজের ছেলের কান মলে দিতে অপরের অনুমতির দরকার হয় নাকি? এ জমিতে আমরা যা খুসি করি না কেন, তোমরা কেন নাক ঢোকাতে আস? সেনেরাই ত এতদিন এ জমির ওপর অন্যায় প্রভুত্ব ক'রে এসেছে।'

সেনবাড়ীর পেয়াদারা তর্কে সুবিধে করতে পারলে না; যাবার সময় শাসিয়ে গেল—এক ঘণ্টার মধ্যে যেন সব ফর্সা দেখতে পাই না হ'লে অনর্থ বাধবে। সেনেদের লেঠেল-রা লাঠিতে তেল লাগাচ্ছে!

'মাথায় ভলো ক'রে' রায়েদের লোকেরা টিপ্পুনি কেটে বললে, 'কাপড় জড়িয়ে আসতে বোলো।'

সংবাদ শুনে প্রৌঢ় বীরেশ্বর সেনের চোখ জ্বলে উঠলো, সমস্ত

শিরায় তাঁর আগুণ ধরে গেল। এত বড় আস্পর্দ্ধা? বুকে বসে দাড়ী ওপড়ানো!

জমিদার বীরেশ্বরবাবু হুকুম দিলেন এক ঘণ্টার মধ্যে যেন তিনি বকুলতলার মাঠ পরিষ্কার দেখতে পান; সমস্ত তাঁবুতে যেন আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। যে যত বেশী মাথা ফাটাতে পারবে তার কেরামতি তত বেশী।

সাড়া পড়ে গেল সমস্ত বাড়ীতে। লাঠির ঠকাঠক শব্দে নিনাদিত হয়ে উঠলো সেন-বাড়ী।

সব ছুটলো। সদম্ভে বীরবিক্রমে সেনেদের দল ছুটলো, ওঃ কতদিন তারা লাঠি ছোঁয়নি, কতদিন ফাটেনি একটিও মাথা! আজ রায়েদের ছাতু ক'রে দেবে গুঁড়িয়ে!

পিল পিল করে সেনেদের লাঠিয়াল আর পেয়াদা বকুলতলার মাঠে জড় হ'তে লাগলো; রায়েদের তাঁবু ঘিরে ফেলা হল। একটা তাঁবু দাউ দাউ ক'রে হঠাৎ জ্বলে উঠলো। কিন্তু ব্যস! ওই পর্য্যন্তই; রায়েরা জানতো ওই ছুঁচোগুলো সহজে ছাড়বে না; তাই গোপনে তারা লোক মোতায়েন ক'রে রেখেছিলো, সুযোগ বুঝে তারা সব তাঁবু থেকে সুসজ্জিত হয়ে বেরুতে লাগলো। সেনেদের লোকেরা প্রমাদ গণলো। কয়েক মুহূর্ত্তের মধেই তারা বুঝতে পারলে, ওদের লোকসংখ্যার কাছে তারা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। তাদের চারিপার্শ্বে রায়ের লোকেরা এক সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা ক'রে ফেললো। চললো ঠকাঠক খটাখট, আধ ঘণ্টার মধ্যেই রায়েরা প্রতিপক্ষকে তুলো ধুনে দিলো: সেনেদের লোকেরা কোন রকমে

প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলো সে যাত্রা। রায়েদের লোকেরা তাদের মুখ ভ্যাংচলো, পেছনে শেয়াল ডাকলো, আর ব্যাপার শুনে লজ্জায় বীরেশ্বরবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেল। রায়েরা আড়ালে খুব এক চোট হেসে নিলে।

সে রাত্রে সেন-বাড়ীতে অবিশ্রাম চল্‌লো ঠকাঠক্ শব্দ। বীরেশ্বরবাবু নিজের হাতে লাঠি ধরে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন কেমন ক'রে ঠ্যাং ভাঙ্গতে হয় আর ফাটাতে হয় মাথা। বীরেশ্বরবাবুর প্রিয়তম ভাগনে এবং শিষ্য রাজকুমারও দলে যোগ দিয়েছে। শৈশব থেকে দেহ চর্চ্চা ক'রে ক'রে শরীরটাকে সে লোহা বানিয়ে ফেলেছে। বীরেশ্বর বাবু নিঃসন্তান, রাজকুমারই তাঁর সব।

পরদিন গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে প্রায় দুশো লোক বকুলতলার মাঠে রায়েদের তাঁবু ঘিরে ফেললো। প্রস্তুত হয়েই ছিলো তারা। কারণ তারা জানতো অপমানের প্রতিশোধ নিতে শিগগিরই ওরা ছুটে আসবে।

নিস্তব্ধ রাত্রির প্রহর নিনাদিত হ'য়ে উঠলো। আর্ত্তনাদ চীৎকার উল্লাসধ্বনি সব মিলিয়ে বকুলতলার মাঠ ধারণ করলো এক ভয়াবহ রূপ। মানুষের রক্তে লাল হ'ল মাটি আর আগুনের লেলিহান শিখায় লাল হ'ল রাত্রির কালো আকাশ। দেখতে দেখতে ছাই হ'য়ে গেল সমস্ত তাঁবু। সেনেরা বুঝলো প্রতিপক্ষও নেহাৎ আনাড়ি নয়। সেনেরা জানতো জয় তাদের সুনিশ্চিত, কিন্তু সেটা বাহুবলের দ্বারা নয় লোক বলের দ্বারা।

পাশ থেকে কে একজন রাজকুমারকে আক্রমণ করলো, রাজ-

কুমার প্রায় হেসে উঠতে যাচ্ছিলো আর কি ? কিন্তু হাসতে তাকে হল না, বিপক্ষের শিক্ষিত হাত থেকে সে মাথাটা বাঁচাবার সময় পেলো মাত্র। রাজকুমার মনে মনে তার প্রশংসা না ক'রে পারলে না, এমন চমৎকার হাত সে কখনও দেখেনি আগে, প্রথমে সে লড়ছিল নিতান্ত হেলায়, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে বুঝতে পারলে তার সাবধান হওয়া প্রয়োজন নতুবা মাথা আস্ত থাকবে না। রাজকুমার প্রচণ্ড এক আঘাতে শত্রুর হাতের লাঠি মাটিতে ফেলে দিলে, পায়ে আর এক ঘা মারবার জন্যে সে হাত তুললো কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লোকটা নিজেকে বাঁচিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে গেল। রাজকুমার চমৎকৃত হ'ল।

অনেক রক্তারক্তি মারামারি হ'ল। দু' দলেরই অনেক মাথা ফাটলো, জন কয়েক মরলো দু'পক্ষেরই ; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারেই স্থানান্তরিত করা হ'ল তাদের মৃতদেহ। রায়েদেরই শেষ পর্য্যন্ত পালাতে হ'ল। কয়েকজন যারা ভাঙ্গা পা নিয়ে পালাতে পারেনি তারা মাটীতে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছিল। তাঁবুর আর একটিও অবশিষ্ট নেই ; ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

বকুলতলার মাঠ জনমনুষ্যহীন।

অন্ধকার রাত্রির এই বীভৎস হিংস্র দৃশ্যের সাক্ষি রইলো একমাত্র এই বকুলগাছ।

শূন্য প্রান্তরের উপর দিয়ে শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিলো। মাঠের ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বাদুড় তাদের নিশীথ অভিযান শেষ করে ফিরে যাচ্ছিলো আস্তানায়।

কিছুদিন অতিবাহিত হ'ল নিরুপদ্রবে।

রায়েদের মন থেকে সে রাত্রির পরাজয়ের গ্লানি এখনো মুছে যায়নি, এবং তাদের বিক্রম ও সাহসের কথাও সেনেরা ভোলেনি।

একদিন ভোর থেকেই সেনেদের বাড়ীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল, বীরেশ্বরবাবুর নাতনীর বিয়ে। সানাই বাজছে দু'দিন ধরে, পুকুরে জাল পড়ছে, রোজ আধডজন কচি কচি পাঁটা পড়ছে কাটা; প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটানো হয়েছে, যাত্রা গানের আসর জমবে রাত্রি বেলা।

বীরেশ্বরবাবু স্থির করলেন এ সুযোগে নিজেদের ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা প্রতিপক্ষকে সমঝে দেওয়া যাক। বকুলতলার মাঠে আবার সারি সারি চালা পড়তে লাগলো, দেখা যাক কি করতে পারে ঐ চোর গুলো? সহর থেকে এলো সার্কাসওয়ালার দল, যাদুখেলোয়াড়। ফানুস উড়তে লাগলো, বাঁশী বাজতে লাগলো, তাঁবুর আড়াল থেকে সার্কাসের প্রকাণ্ড হায়েনার বিদঘুটে ডাক শুনে ছেলেপিলের দল রীতিমত ঘাবড়ে গেল। ঘুরতে লাগলো কাঠের ঘোড়া কাঠের জাহাজ আর টিনের পাখাওয়ালা এরোপ্লেন। রায়েরা চুপ; টুঁ শব্দটি নেই কোন দিকে; ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে গেছে বোধ হয়। আর বীরেশ্বরবাবু মনে মনে হেসে নিলেন।

কিন্তু মেলা বসবে রাত্রে। রাত্রির কথা এখন থাক।

বকুলতলার মাঠের শেষপ্রান্তে জটাই দীঘিতে টানাজাল পড়বে। দীঘির পাড়ে লোক জমতে সুরু করেছে। জটাই দীঘির দেড় মন

দু' মণ রুই কাতলার কথা কারুর অজানা নেই। এতদিন নির্ভয়ে নিরুপদ্রবে সেই বিরাট মৎস্যরাজের দল জলের তলায় ঘুরে বেড়িয়েছে, এবার আর নিস্তার নেই কারুর। টানাজাল সব ছেঁকে তুলে আনবে; তবে মাছগুলো নাকি ভয়ানক দুরন্ত আর চালাক, সব দলবদ্ধ হয়ে জালের দফা না সেরে দেয়!

কিন্তু আরও ব্যাপার আছে। জটাই দীঘি সেনেদের একলার নয়। রায়েরাও দীঘির সরিকদার অর্থাৎ আট আনা অংশ তাদেরও। দু'তিন পুরুষ আগে দু'পক্ষে বেশ সদ্ভাবই ছিলো। দু পক্ষেই টাকা খরচ ক'রে দীঘি কাটিয়েছিলেন। তখন থেকেই নিয়ম ছিলো কাজ-কর্ম্মে অর্থাৎ বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজো ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষে দু'পক্ষেই দীঘি থেকে মাছ ধরবে কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। এবং কোন উৎসবে ঠিক কত মাছ লাগবে সেটা ঠিক করবেন দু'পক্ষের কর্ত্তারা মিলে।

কিন্তু ইদানীং কেউ কারুর তোয়াক্কা রাখতেন না, পরামর্শ করবে কে? তা ছাড়া বকুলতলার সেই হাঙ্গামার পর থেকে সেনেরা রায়েদের আর আমলেই আনেন না। আজ তাই রায়েদের সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ না করেই দীঘিতে জাল টানবার ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন। কিন্তু সেনেদের আগাগোড়াই মনের মধ্যে একটু সন্দেহ ছিলো যে ওরা একেবারে নির্জ্জীব হ'য়ে বসে থাকবে না, শেষ পর্য্যন্ত সামান্য হাঙ্গামা হয়ত বেধে যাবেই, কিন্তু দেখাই যাক।

দীঘিতে জাল নামিয়ে দেওয়া হ'ল। বীরেশ্বরবাবু স্বয়ং ছাতা

মাথায় দিয়ে তদারক করছেন। রাজকুমারও এক পাশে দাঁড়িয়ে লোকের আনা-গোনা দেখছিলো। কৈ কোথায় রায়েদের লোক? একেবারে ঢিট হ'য়ে গেছে; লাগতে আসে কিনা সেনেদের সঙ্গে? দীঘির এপারে আটজন ওপারে আটজন দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে। দু'দলই এক সঙ্গে জাল টেনে নিয়ে যাবে।

প্রায় চারশো লোক জড় হয়েছে। জালের থলি আজ ভরে যাবে। হায়রে! বীরেশ্বরবাবু ভাবছিলেন যদি এ সময়ে রায়েদের কোন লোক থাকতো এখানে! আছে নিশ্চয় ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সবই লক্ষ্য করছে কেউ না কেউ।

বীরেশ্বর বাবু হুকুম দিলেন আর দেরী নয়, জাল টানা আরম্ভ হোক। জেলেরা নেমে গেল, জাল টানতে আরম্ভ করলো, দর্শকরা উৎসুক কুতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

প্রকাণ্ড একটা রুইমাছ লাফিয়ে পার হ'য়ে গেল, একেবারে লাল, মাছটার কি রাজকীয় চেহারা! তারপর একটা কাতলা; আর একটা কি মাছ বোঝা গেল না। বীরেশ্বরবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

জেলেরা হঠাৎ ঢিলে দিলো। ব্যাপার কি? তাদের মধ্যে কেউ কেউ আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠলো, এরই মধ্যে জাল এত ভারি ঠেকছে, নিশ্চয়ই থলিটা বোঝাই হ'য়ে গেছে মাছে।

কিন্তু একি! জাল যে আর এগোয়না! জেলেদের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বারকয়েক ঢিলে দিয়ে দেখা গেল, জাল এক ইঞ্চি নড়লো না।

জেলেদের সর্দ্দার বীরেশ্বরবাবুকে বললে, 'দীঘির মধ্যে বাঁশ বা কাঠ পোঁতা আছে হুজুর জাল আটকাচ্ছে, টানা যাচ্ছে না।'

'কি বলছিস ব্যাটা' বীরেশ্বরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'গাছ বাঁশ কি পাতাল ফুঁড়ে বেরুলো নাকি? দেখ—টেনে দেখ, ও কিছু নয়, সমস্ত মাছ! থলি বোধ হয় ভর্ত্তি হয়ে গেছে।'

আবার চেষ্টা করা হ'ল। জোর দিয়ে টানা হ'ল। মনে হ'ল টানাটানিতে যেন খানিকটা জাল ছিঁড়ে গেল। কিন্তু যে-কে সেই। জাল এগুলোনা। তবে? ব্যাপার কি?

একজন ডুবে গেল জলের তলায়। সব রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা-ক'রে রইলো।

এদিকে বেলা বাড়ছে। কোথায় মাছ?

রাত্রে তিনি পাঁচশো লোককে খাওয়াবেন কেমন ক'রে? বীরেশ্বরবাবু ঘেমে উঠলেন।

লোকটা জলের তলা থেকে শোঁ ক'রে ভেসে উঠলো। একবারে তীরে উঠে এলো বীরেশ্বরবাবুর কাছে; হুজুর জাল আটকেছে তাতে আর সন্দেহ নেই; জলের তলায় খুঁটি পোঁতা রয়েছে আর কি যে আছে বাবু ঈশ্বর জানে, দেখুন একবার। সে হাত তুলে দেখলো, তার বাহুর নিম্নভাগে প্রকাণ্ড একটা ক্ষতচিহ্ন তখনও রক্ত পড়ছিলো; খুঁটির সঙ্গে নিশ্চয় কিছু আটকান আছে; কয়েকজন লোক যদি এক সঙ্গে চেষ্টা করে তা হ'লে সে খুঁটি তুলে নিয়ে আসা এমন কিছু শক্ত হবে না।

বীরেশ্বরবাবু হুকুম দিলেন। জন পাঁচেক নেমে গেল জলের তলায়।

তারা উঠে এলো কয়েক মিনিট পরে, হাতে তাদের প্রকাণ্ড ছুটো খুঁটি। বীরেশ্বরবাবু বিস্মিত হ'য়ে দেখলেন খুঁটির সঙ্গে কাঁটা তার জড়ানো।

ভীষণ কাণ্ড! চীৎকার গোলমাল আর ছুটোছুটিতে সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে; দীঘির এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত প্রায় গোটা আষ্টেক কাঠের খুঁটিতে কাঁটা তার আটকানো।

বীরেশ্বরবাবু হাঁ হয়ে গেলেন। তাঁর প্রকাণ্ড গোঁফের আড়ালে মিষ্টি হাসি এক নিমেষে কোথায় লুকিয়ে গেল। ব্যাপার তাঁর বোঝবার বাকি রইলো না কিছু। কিন্তু এতটা তিনি আশা করেননি। চিরকালই তিনি রায়েদের বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে এসেছেন আজ তাঁর ভুল ভেঙ্গে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন এর প্রতিশোধ তিনি নেবেনই। জাল তোলা হ'ল, জালের আর কিছু নেই। কাঁটা তারে জাল তচনচ হ'য়ে গেছে ছিঁড়ে।

আর উপায় কি?

জটাই দীঘির মাছ দীঘিতেই রয়ে গেল। আবার নূতন ক'রে যোগাড় যন্ত্র ক'রে জাল ফেলবার সময় নেই।

ভীড়ের মধ্যে কে বলে উঠলো, 'ওঃ এত মাছ সেনেরা কি করবে? রায়েদের কিছু দেবেত?'

বীরেশ্বরবাবু সরে পড়লেন।

আর রাজকুমার নীরবে দাঁড়িয়ে সব অপমান হজম করলো।

দুই

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই বকুলতলার মাঠ আলোকিত হ'য়ে গেল। বহু লোক-জন দোকান-পাট ম্যাজিক-সার্কাস সব সহর থেকে বীরেশ্বরবাবু আনিয়েছেন। উদ্দেশ্য অবশ্য শুধু আনন্দের জন্যে নয় বকুলতলার মাঠের ওপর তাঁর দখল সুপ্রতিষ্ঠিত করবার গোপন ইচ্ছাটাই প্রধান।

অনেক দূর গাঁ থেকেও দলে দলে লোক আসতে লাগলো। সার্কাসওয়ালারা যে শুধু একটা হিংস্র হায়েনা সঙ্গে এনেছে তা নয়, সোঁদর বন থেকে প্রকাণ্ড একটা কেঁদো বাঘও নাকি সদ্য ধরা হয়েছে, ব্যাটা এখনও পোষ মানেনি; কিন্তু ঐ দুরন্ত জানোয়ারটাকে দিয়েই নাকি নানা রকম আশ্চর্য্য খেলা দেখানো হবে, এমন কি দেশলাই ধরিয়ে বাতি জ্বালানো পর্য্যন্ত! দু আনা ক'রে টিকিট। এ-সব নানা কাণ্ড দেখে মেলায় লোক বাড়তে লাগলো।

ছেলেমেয়েরা কাঠের ঘোঁড়া আর টিনের পাখাওয়ালা এরোপ্লেনে চড়ে চরকি পাক খাচ্ছিলো। তেলে ভাজাওয়ালা এ সুযোগে বেশ দু'পয়সা ক'রে নিচ্ছে। কুমোরেরা হরেকরকম পুতুল বিক্রি করছে। এই সুদূর পাড়াগাঁতেও একজন হিন্দুস্থানী আমদানি হ'য়েছে; এক কোনায় একটা ডালমুটের দোকান

সাজিয়ে বসেছে। উৎসবের আর খুঁত নেই কোথাও। বীরেশ্বর বাবু কাঁচা লোক নন।

তিনি জানেন যে রায়েদের লোকদের বিশ্বাস নেই, তারা কখন যে কোন দিক দিয়ে কি অনর্থ বাধিয়ে বসে তার কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। ছদ্মবেশে বীরেশ্বরবাবুর লাঠিয়ালরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বীরেশ্বরবাবুর হুকুম কেউ টুঁ শব্দ করলেই যেন তৎক্ষণাৎ তার মাথার খুলি ফাটিয়ে দেওয়া হয়। আর ওরাও মাথা ফাটাবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ সার্কাসের একটা তাঁবু থেকে আর্ত্তনাদ উঠলো।

হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। দলে দলে সব লোক ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগলো যে যেদিকে পারে। কারুর মুখে কোন কথা নেই, শুধু 'পালা' 'পালা', 'আসছে' 'আসছে', ব্যাপার কি? কয়েকজন কিন্তু চীৎকার ক'রে উঠলো। দুঃসাহসী লোকের দল তাঁবুর দিকে ছুটলো; হঠাৎ কোন দিক থেকে আফ্রিকার সেই হায়েনা আর সোঁদর বনের কেঁদো বাঘ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।

কিন্তু কোথায় কি?

সেনেদের লাঠিয়ালদের মাংসপেশী নিমেষে ফুলে উঠছিলো, জানা গেল ব্যাপার তেমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়। তাঁবুর এক কোনে প্রকাণ্ড একটা সাপ হঠাৎ ফণা লক লক ক'রে উঠছিলো, ঠিক সময়ে টের না পেলে কয়েকজন যে মরতো সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এত লোকের মধ্যে একটা অত বড় কেউটে সাপ আসবে কোথা থেকে? কাছাকাছি কোন জঙ্গল নেই, কোন

পুরাতন গাছপালার খোঁড়ল নেই, ওটা কি আকাশ থেকে পড়লো।

শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল যে কেউ সাপটাকে এনে লুকিয়ে এখানে ছেড়ে দিয়েছে।

এবং কাজটা যে কোন পক্ষের সেটা অনুমান ক'রে নিতে কারুর বিলম্ব হ'ল না।

যা হোক, সাপটাকে মারা হ'ল। কিন্তু সার্কাস আর জমলো না। মেলা থেকেও আস্তে আস্তে লোক কমতে শুরু করলো।

হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে কোথা থেকে ভীষণ এক পটকা ফেটে গেল, একজনের কাপড়ে আগুন ধরে গেল, আর একজনের গাল পুড়লো। এবং আরও কয়েকটা জায়গায় তেমনি আচমকা পটকা ফাটতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করেও কাউকে ধরা গেল না। শিগগির একটা লাঠালাঠি আরম্ভ হ'বে এই ভয়ে আধঘণ্টার মধ্যে বকুলতলার মাঠ ফাঁকা। শত্রুপক্ষ আস্তে আস্তে দুর্গ দখল করছে। সার্কাসওয়ালারা তাদের খেলা বন্ধ করে দিলে। দোকানদারেরা টেনে দিলে দোকানের ঝাঁপ। কাঠের ঘোড়া আর এরোপ্লেন থেমে গেল।

বকুলতলার মাঠ শূন্য খাঁ খা করছে।

সেনেরা জ্বলে পুড়ে মরে যেতে লাগলো। বাড়ী ফেরবার পথেও যদি কয়েকটা মাথা ফাটিয়ে যাওয়া যেত!

রাত্রি গভীর হ'য়ে এলো।

হঠাৎ সেনেদের লাঠিয়ালের লাঠির ঘায়ে রায়েদের এক দুর্বৃত্ত মাটি আঁকড়ে পড়লো ; সেনেদের লোকেরা আগাগোড়াই বিশেষ ক'রে সবাইকে লক্ষ্য করছিলো। হঠাৎ একটা লোক লুকিয়ে একটা চালায় দেশলাই মেরে পালাচ্ছিলো। কিন্তু পেছন থেকে অব্যর্থ আঘাতে তাকে আর পালাতে হ'ল না। সনাক্ত করা হ'ল, রায়েদের দলের একজন নামজাদা বদমায়েস।

কে একজন হুকুম দিলে 'নে ব্যাটাকে কাঁধে তোল।'

আঘাতপ্রাপ্ত লোকটা তখনও মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিলো।

'কি হ'বে কর্ত্তা থাকনা পড়ে, শ্যালে টেনে নিয়ে যাবে।'

অপর বক্তা হেসে উঠলো, 'নে না তুই, নিয়ে আয় আমার পেছনে পেছনে।"

প্রায় সজ্ঞাহীন লোকটাকে বাঘের লোহার খাঁচার কাছে নিয়ে আসা হ'ল। সোঁদর বনের বাঘ তখনও সেই অল্প পরিসর খাঁচার মধ্যে উন্মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

বেশ সাবধানে খাঁচার দরজা খুলে লোকটাকে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হ'ল।

তার শেষ পরিণাম প্রত্যক্ষ দর্শন করবার জন্য সেখানে কেউ আর দাঁড়িয়ে রইলো না। খুব সাহসী লোকের বুকও একমুহূর্ত্তের জন্যে কেঁপে উঠলো।

কিন্তু ব্যাপারটা চাপা রইলো না। নিমেষে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

হু হু করে আবার লোক জমতে সুরু করলো।

এবার আর আমোদপিয়াসি নিরীহ দর্শক নয়।

চললো ঠকাঠক খটাখট।

ছু'দলেই ক্রমশঃ লোক বাড়তে লাগলো।

খাঁচার মধ্যে আফ্রিকার হায়েনাটা বিশ্রী ভাবে চীৎকার করতে লাগলো।

কতক্ষণ সময় অতিবাহিত হ'ল। কোন পক্ষেরই হারজিত বোঝা গেল না। রাজকুমার আজ এতদিন পরে ভালো ক'রে লাঠি ধরবার সুযোগ পেয়েছে। তার লাঠির সামনে কাৎ হ'য়ে পড়তে লাগলো রায়দের যোদ্ধারা। সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ সে আজ রাত্রে নেবে। অন্ধকারে ভীমকায় আর একটি লোককে স্পষ্ট চেনা গেল না; তার লাঠির সামনে কেউ ছু'মিনিট স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সবাই বলাবলি করতে লাগলো লোকটা ছদ্মবেশী বীরেশ্বরবাবু—নিজেই লাঠি ধরেছেন। রায়েরা যে আর কতক্ষণ পরে ছাতু হ'য়ে যাবে সে বিষয়ে কারুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না। দর্শকও জমে গেল দেখতে দেখতে। মশাল জ্বলে উঠলো। আর তাজা রক্তে লাল হ'য়ে গেল বকুলতলার মাঠ।

কয়েকজন নিরীহ লোকের মাথাও অক্ষত রইলো না।

কিন্তু রাজকুমারকে এমন নির্ভয়ে বেশীক্ষণ বীরত্ব দেখাতে হ'ল না। হঠাৎ একটা শক্তিশালী এবং শিক্ষিত হাতের লাঠির আঘাতে তার হাত ঝন ঝন ক'রে উঠলো, আর একটু হলেই তার হাত থেকে লাঠি মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলো আর কি! কিন্তু নিমেষেই

পালাতে তাকে হইবে……যে কোন উপায়ে। —পৃষ্ঠা ৬৩

হুঁসিয়ার হ'য়ে গেল সে। কয়েকটা কঠিন পাল্টা আঘাত দিল সে পর পর ; কিন্তু আশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে সেই অপরিচিত একে একে সব কটি 'মারই' রুখলো। রাজকুমার চমৎকৃত এবং সাবধান হ'ল। এই সেই লাঠিয়াল যার সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্যে লাঠি খেলবার সুযোগ তার হয়েছিলো এবং যার সুশিক্ষায় সে রীতমত মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। রাজাকুমারের বাহুতে প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগলো।

'পালাও' 'পালাও' চারিদিক থেকে হঠাৎ ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠলো। প্রাণপণে ছুটলো সব লোক। শিরার উষ্ণ রক্ত এক লহমায় শীতল হয়ে গেল। এক মুহূর্ত্তে সকল বীরত্ব উবে গেল কর্পূরের মত।

রাজকুমার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো। সোঁদর বনের সেই বাঘ কেমন ক'রে ছাড়া পেয়ে উল্কার মত ছুটে আসছে। অন্ধকারে হিংস্র দুই চোখের দৃষ্টি ঝক্‌মক্ করে উঠলো। রাজকুমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। কিন্তু—আর সময় নেই। রাজকুমার লাঠি ফেলে প্রাণপণে একদিকে ছুট মারলো।

খানিকটা এসে সে তাকালো পশ্চাতে। যতক্ষণ সে দৌড়াচ্ছিলো ততক্ষণ তার মনে হয়েছিলো সেই ভীষণদর্শন হিংস্র বাঘটা তার পেছন পেছন থাবা ফেলে আসছে।

রাজকুমার ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো। কোথাও কেউ নেই। নিঃশব্দ প্রান্তরের উপর বাতাসের অবিশ্রাম শোঁ শোঁ গর্জ্জন ব্যতীত আর কোন শব্দ কোন দিক থেকে শোনা যাচ্ছে না।

দূরে বকুলতলার মাঠে শুধু মশালের অস্পষ্ট আলো ব্যতীত আর কিছু দেখা যাচ্ছেনা। রাজকুমার শুনতে পেল দূরে কোথায় কোন দিক থেকে কার অসহায় কাতরধ্বনি ভেসে আসছে।

কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকবার সাহস তার নেই। সে পা চালালো।

পরদিন ভোরে।

সমস্ত গ্রাম মরুভূমি। জনমানুষ্যহীন। গাঁয়ের পথে লোকচলাচল নেই। অন্যান্যদিন রাত্রি প্রভাত হবার পূর্ব্বেই জেলেরা দলে দলে জাল কাঁধে করে নদীতে মাছ ধরতে যেতো। আজ আর তাদের কোন সাড়াশব্দ নেই।

মাঠে একটিও গরু বা ছাগল চরতে দেখা গেল না। গাঁয়ে দু'একটি যা দোকানপাট ছিলো সব বন্ধ। সমস্ত গ্রামটা যেন একটা প্রকাণ্ড ঘুমন্ত পুরী।

সেনবাড়ীতে অন্যান্য দিন হৈ চৈ ধুমধামের অন্ত ছিলো না, আজ সব চুপচাপ, নিস্তব্ধ। বীরেশ্বরবাবু তাঁর বৈঠকখানায় বসে বসে সেই সকাল থেকেই গড়গড়া টানছেন। কারুর কণ্ঠে আর তেমন উৎসাহ নেই, কথায় নেই জোর।

বীরেশ্বরবাবু কাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি রে, রাজকুমার কিছু খবর নিয়ে এলো ?'

'আজ্ঞে কৈ তিনি ত এখনও আসেননি।'

'শুনলাম জটাই দীঘির পাড়ে বাঘের পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে।'

'আজ্ঞে তাই ত শোনা যাচ্ছে!'

'জটাই দীঘির পশ্চিমধারে' বীরেশ্বরবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটা নলখাগড়ার বন আছে না?'

'আজ্ঞে তা আছে।'

'কত বড় বন?'

'আজ্ঞে মাইলটাক হ'বে।'

'সেই বনেই বোধ হয় বাঘটা লুকিয়ে আছে কি বল?'

'আজ্ঞে তাই ত মনে হচ্ছে।'

'নবনেদের ছুটো বাছুর নাকি রাত্রে খেয়ে গেছে?'

'আজ্ঞে তাই ত শুনছি।'

চুপচাপ। মনিব ভৃত্য ছুজনেই চিন্তাসাগরে নিমজ্জমান।

'ওরে!'

'আজ্ঞে?'

'আজ ত বাছুর নিয়ে গেল, কাল মানুষ নিয়ে যাবে— কি বল?'

'তা ত নেবেই হুজুর।'

"দেখ দেকি কি অনর্থ বাধলো, কথায় বলে না থাচ্ছিলো তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হ'ল তার গরু কিনে?'

'আজ্ঞে!'

'তবে কি জানিস সেন বংশের কেউ আজ পর্য্যন্ত বিপদ দেখে ঘাবড়ে যায়নি। বিপদ দেখলেই তাদের আনন্দ!'

'আজ্ঞে তা ত বটেই।'

'আমি নিজেই ভাবছি' বীরেশ্বরবাবু বললেন, দুপুরে রাজকুমারকে নিয়ে বাঘটা শীকার করবো, অনেকদিন বন্দুক ধরিনি, দেখি হাত কেমন আছে?'

'তা দেখবেন বই কি?'

'বুঝলি শীকার টিকার ওসব রায়েদের আসেনা, ওরা ভীরু কাপুরুষ। বাঘ শীকার দূরে থাক ফিঙ্গে শীকারও কোন দিন ওদের বংশে কেউ করেনি।'

'আজ্ঞে তাত করেই নি!'

'লাঠি চলছিলো চলুক না খাঁচা থেকে বাঘটা ছেড়ে দিয়ে কি কেরামতিটা দেখালি শুনি।'

'আজ্ঞে আমারও মনে হয়েছিলো বাঘটা খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়ার মধ্যে ওদের কিছু চালাকি আছে।'

'কৈ বীরের মত দেখি বাঘটা শীকার করে আন, বুঝি, তা না আমাকেই যেতে হ'ল সেই বাঘ শীকারে।' বীরেশ্বরবাবু নড়ে চড়ে বসলেন।

'এমনিই হয়ে থাকে রায় বংশে, কি বলিস রে?'

'আজ্ঞে তাত বটেই।'

চুপচাপ।

কয়েক মিনিট অতিবাহিত হ'ল।

'আর হায়েনাটা বুঝলি বোধ হয় দেব পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে, ওটাকেও বার করা আর এক হাঙ্গামা, ওটাকে নাকি সত্ত আফ্রিকা থেকে আনা হ'য়েছে, এখনও একেবারে জংলি, কোন দিকে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটায় তাই কেবল ভাবছি।'

রাজকুমারের প্রবেশ।

'কিহে রাজকুমার, ব্যাপার কি?' বীরেশ্বর বাবু উৎসুখ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু সংবাদ জানতে পারলে?'

'হুঁ, সংবাদ যা রটেছিলো তা সত্যি,' রাজকুমার বললে, 'জটাই দীঘির পাড়ে বাঘের পায়ের দাগ দেখে গেছে ওতে আর ভুল নেই।'

'আর নবীনদের নাকি ছুটো বাছুর গেছে?'

'তাও গেছে

চুপচাপ। কোন পক্ষে কথা নেই কয়েক মিনিট!

হঠাৎ বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'রাজকুমার, বন্দুক ছুটো খুব ভালো ক'রে পরিষ্কার ক'রে নাও, ছুপুরেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। এমন করে গাঁয়ের মধ্যে ত বাঘ চরতে দেওয়া যায় না, কাল ভোরেই হয়ত শুনবে ছু'একজনের বাড়ীর ছেলেপিলে খোয়া গেছে। রায়েরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেই কারণ ওরা কাপুরুষ, আর বন্দুক কখনও ওদের চোদ্দ পুরুষ ধরেছে কিনা তার ঠিকানা নেই। আজই বাঘটিকে মেরে ওদের নাকের পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে আসা হ'বে, আর সময় থাকেত হায়েনাটাকেও খুঁজে বার করা যাবে। আমরা আজ

প্রমাণ করে দেবো সারা গাঁয়ের লোকের কাছে যে ওরা ভীরু, সম্পূর্ণ অপদার্থ।'

আহারের পর বীরেশ্বরবাবু লোকজন সঙ্গে নিয়ে তৈরী হ'য়ে গেলেন। পরণে খাকি হাফ্ প্যাণ্ট, খাকি সার্ট; মাথায় সোলার টুপি; গলায় সিল্কের রুমাল বাঁধা; পায়ে হ'লদে মোটা মোজার উপর বুট জুতো। রাজকুমারেরও সেই পোষাক, দু'জনের কাঁধেই দুটো বন্দুক। সঙ্গে আরও কয়েকজন সাহসী লোক বর্শা বল্লম লাঠি ইত্যাদি নিয়ে রওনা হ'ল। বীরেশ্বরবাবু ভাবছিলেন ঠিক এই পোষাকে যদি একবার রায়েদের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু অতটা রাস্তা ঘুরে যাবার মত পর্যাপ্ত সময় হাতে নেই।

ওরা এগিয়ে চ'ললো। বাঁড়ীর আনাচ-কানাচ থেকে দু'একজন সংবাদ পেয়ে এই বীরবাহিনীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

দূরে জটাই দীঘি দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম ধারে নলখাগড়ার ঘন বন। ঐ বনেই বাঘ আছে। বাঘটাকে কায়দা ক'রে ফেলা যাবে; কিন্তু হায়েনাটাই বোধ হয় গণ্ডগোল বাধাবে।

একদল লোক ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। শিকারীরা তেমন ভাল ক'রে লক্ষ্য করবার সময় পেলোনা।

আবার আর এক দল।

'কি হে', রাজকুমার একজনকে জিজ্ঞাসা করলো 'যাচ্ছো কোথায় সব দল বেঁধে? বাঘ আছে জানোনা?'

'বাঘ?' লোকটা হাঁ হ'য়ে গেল 'বাঘ কোথায় আবার?

'কেন?' রাজকুমার ভয়ানক আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কাল সার্কাসওয়ালাদের বাঘ আর সেই হায়েনাটা পালিয়েছে সে কি তোমরা জানোনা? এই নলখাগড়ার বনের মধ্যেই ত বাঘ লুকিয়ে আছে শোনা যাচ্ছে, আমরা ত সেই ভয়ঙ্কর বাঘটাকেই শীকার করবার জন্যে যাচ্ছি।'

পথিকের দল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল, 'বলেন কি কর্ত্তা রায়বাড়ীর লোকেরা ত সে বাঘ আজ ভোরের বেলাই বন্দুক দিয়ে সাবাড় ক'রে দিয়েছে। আমরা ত দেখতে যাচ্ছি হুজুর!'

'বল কি?' রাজকুমার প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো; আর তাকালো বীরেশ্বরবাবুর দিকে।

'বলিস কি রে?' এবারে বীরেশ্বরবাবু কথা বললেন।

লোকটা বীরেশ্বরবাবুকে চিনতে পেরে নমস্কার করলো।

'আজ্ঞে হ্যাঁ সবাই দেখে এয়েছে, বাঘটা মারা পড়েছে।'

'কখন ওরা মারলে?'

'আজ সকালেই কর্ত্তা, রাত থাকতেই ওনারা বেরিয়ে পড়েছিলেন; শুনছি নাকি দুপুরে হায়েনাটা শীকার করবার জন্যে রায়বাড়ী থেকে আর এক দল বেরুবে।'

'আচ্ছা, যা তোরা। ওহে সঞ্জয় তুমি বর্শাটা নামিয়ে রেখে ওদের দলে ভিড়ে যাও যেন বাঘ দেখতে গেছ, আমরা ঐ তেঁতুল

গাছটার ধারে অপেক্ষা করছি, যাও ছুটে সব খবর জেনে আসবে।'

বীরেশ্বরবাবুরা ঝাউ গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করতে লাগলেন আর তাঁর মনে হ'ল রায়েদের বাঘ শীকারের কথা সব মিথ্যে ; হয়ত হঠাৎ বাঘটা এখুনিই ঐ গভীর নলবন থেকে দীঘির পাড়ে উঠে আসবে জল খেতে ; তা হলে, ওঃ ! তাহলে—বীরেশ্বরবাবুর হৃৎপিণ্ডটা সজোরে দুলে উঠলো।

পনেরো মিনিট পরে সঞ্জয় এসে বললে যে হ্যাঁ বাঘটা ওরাই মেরেছে সে দেখে এয়েছে, লোকমুখে রায়েদের আর প্রশংসা ধরছে না।

বীরেশ্বরবাবু উঠে পড়লেন। 'চল হে রাজকুমার, আর কেন এর পরে আমাদের এই বেশ দেখলে লোকে হাসবে। এরই মধ্যে হয়ত প্রচার হয়ে গেছে আমরা ব্যাঘ্রশীকারে বেরিয়েছি।'

বন্দুকের টোটা ব্যাগেই রইলো।

ওরা ফিরে এলো।

তিন

দিন আষ্টেক পরে এক অপরাহ্নে বীরেশ্বরবাবু তাঁর বৈঠক-খানায় গড়গড়া টানছিলেন; রাজকুমার পাশেই বসেছিলো। আলোচনা হচ্ছিলো কেমন ক'রে রায়েদের শেষ মার মেরে জব্দ করে দেওয়া যায়, যেন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং আর কখনও সেনেদের সঙ্গে লাগতে না আসে।

'ওহে শনিবারের মধ্যেই' বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'একটা ফন্দি এঁটে ফেল, রোববার আমায় কালুখালির চরে যেতে হবেই।'

'কৈ আমার মাথায় ত কিছু খেলছে না মামা' রাজকুমার বললে।

'কিন্তু অপমানে আর রাগে যে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে।' বীরেশ্বরবাবু গড়গড়ার নল নামিয়ে রাখলেন।

রাজকুমার কোন উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইলো।

প্রাঙ্গনে একটা লোক দেখা গেল, কাঁধে একটা কিসের বোঝা, লোকটা বৈঠকখানার দিকেই আসছে। ব্যাপার কি? বীরেশ্বরবাবু নড়ে চড়ে বসলেন।

লোকটা বস্তাটা মাথা থেকে নামালে। বীরেশ্বরবাবু এবং রাজকুমারকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো।

'কি রে বস্তায় কি?' বীরেশ্বরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

লোকটা কোন জবাব না দিয়ে বস্তার মুখ খুলতে লাগলো।

'তুই কোথাকার লোক রে?'

'আমি হুজুর', বস্তা খোলা হয়ে গেছে, 'রায়েদের প্রজা, ছোট কত্তা পাঠিয়ে দিলেন।'

'রায়েদের প্রজা?' বীরশ্বেরবাবু নল আবার মুখে দিয়ে প্রাণপণে টানতে লাগলেন; কিন্তু একটুও ধূম নির্গত হ'ল না। তামাক অনেক আগেই পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।

'বস্তায় কি এনেছিস?' রাজকুমার উঠে দাঁড়ালো।

'আজ্ঞে এই যে, দেখুন না।'

লোকটা প্রকাণ্ড একটা বাঘের চামড়া বার করলো, এই সেই বাঘটা। ওঃ! বীরেশ্বরবাবু চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

লোকটা কিছু বুঝতে পারলে না।

মেঝেতে বেশ পরিপাটি করে চামড়া খানা বিছিয়ে দিয়ে বললে, 'চমৎকার এজ্ঞে, বাঘ যখন মারা হ'ল তখুনিই আমার মনে হয়েছিলো এজ্ঞে চামড়া খানা!'...

'তুই নিয়ে যা ওটা।' রাজকুমার ধমক দিয়ে উঠলো।

লোকটা অবাক হ'য়ে তাকালো রাজকুমারের দিকে; 'আজ্ঞে আমি কেমন ক'রে নে' যাই', সে বললে, 'তেনারা দিয়েছেন, আমাকে বলেছেন যেন কিছুতেই ফিরিয়ে না আনি; আর আমি যদি নিয়ে যাই তাহ'লে আমার ঘাড়ে কি আর মাথা আস্ত থাকবে হুজুর? অমন কথা বলবেন না, আমি চললাম আজ্ঞে।'

লোকটা প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাজকুমার ইচ্ছে করলে তাকে আটকে রেখে ওরই মাথায় আবার জোর ক'রে ওখানা চাপিয়ে দিতে পারতো; কিন্তু তাতে ফল হত না কিছুই; চ্যাঁচামেচি আর গণ্ডগোলে সব প্রকাশ হ'য়ে পড়তো বাড়ীময়; ব্যাপার কারুর বুঝতে বাকী থাকতো না, আর কেলেঙ্কারীর একশেষ।

রাজকুমার চেপে গেল।

শুক্রবার দিন রাত্রে বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'রাজকুমার তুমি আমার সব বিশ্বস্ত প্রজাদের খবর দাও, কাল রায়বাড়ী লুট করব। যেখানে যত সাহসী বদমায়েস আছে যারা আমায় খাজনা দেয় তাদের সব অবিলম্বে সংবাদ পাঠাও আমার সঙ্গে দেখা করতে, এতদিন ওদের আস্পর্দ্ধা সহ্য করে গেছি আর নয় কিছুতেই।'

'ওসব হাঙ্গামা করবেন না, মামাবাবু' রাজকুমার বললে, 'বলা যায় না, সমস্ত গাঁয়ের লোক ক্ষেপে যেতে পারে, তখন তাদের ঠেকাবেন কি দিয়ে? রায়েদের জমিদারি আমাদের থেকে ছোট হলেও লোকসংখ্যা ওদের কম নয়, আমরা লুট করতে গেলেই কি তারা বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাবে ভাবছেন? আর রায়গড়ের কথা ভুলে যাচ্ছেন কি? শোনা যায় রায়গড়ে নাকি ওদের পূর্ব্বপুরুষদের অনেক রকম সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র

মজুত আছে, কামান গোলাও আছে শোনা যায়, রায়গড়ের সুরঙ্গের মধ্যে নাকি পাঁচশ লোক স্বচ্ছন্দে মাসের পর মাস লুকিয়ে থাকতে পারে। ওটা নাকি অনেকটা তুর্গের মত। মুসলমানদের অত্যাচার আগে খুব বেশী ছিলো; বিজয়বাবুর প্রপিতামহ মুসলমানদের ঠেকাবার জন্যে ঐ রায়গড় তৈরী করেন।

'তা হ'লে' বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'তুমি কি আমায় এমনি করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে বল ?'

'এখন কিছু দিন চুপচাপ থাকুন' রাজকুমার বল্‌লে, 'পরশু দিন আপনি কালুখালির চরে ঘুরে আসুন তারপর দেখা যাবে।'

মাঝখানে একটা দিন গেল।

রবিবার বীরেশ্বরবাবু বজরায় চাপলেন। নদীপথে প্রায় বারো মাইল রাস্তা যেতে হয়, তারপরে কালুখালির চর।

কালুখালির চর একটা সমৃদ্ধিশালী গাঁ। এখানেই বীরেশ্বর বাবুর সব ধনী প্রজারা থাকে। কেউ বিদেশে বছরে হাজার হাজার টাকার পাট চালান দেয়, কারুর কাঠের আড়ত আছে। কেউ গুড়ের ব্যবসা করে। সব শান্ত নিরীহ প্রজা। প্রতিবৎসর বীরেশ্বরবাবুকে একবার এখানে আসতে হয় জমিদারির কাজ উপলক্ষে। আর তিনি সেই সঙ্গে প্রায় তু'তিন হাজার টাকা নজর নিয়ে ফিরে আসেন।

সেখানে তিনি একজন ধনী প্রজার গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। অনেকেই অবশ্য তাঁকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন।

সকালে দশটার সময় তিনি কালুখালিতে এসে পৌঁছালেন।

সেই থেকেই কাজকর্ম্ম সুরু হয়েছে। বিষয় সংক্রান্ত নানা ব্যাপার। কতলোক আসছে যাচ্ছে।

অপরাহ্নের দিকে কাজকর্ম্ম শেষ হ'ল ; সন্ধ্যার আর দেরী নেই।

বীরেশ্বরবাবু বজরায় মাঝিদের প্রস্তুত হবার আদেশ দিলেন। তাঁর ফেরবার সময় হয়েছে। একটু বিলম্ব হয়ে গেল, পৌঁছতে রাত ন'টা হ'য়ে যাবে।

এবারে তাঁর হিসাবের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় তিন চার হাজার টাকা বীরেশ্বরবাবুর হাতে এসেছে। টাকাটা থলিতে বেঁধে বীরেশ্বরবাবু তাঁর প্রধান কর্ম্মচারী জয়রামের হাতে দিলেন। জয়রাম খুব সাবধানে থলিটা কোমরে কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে নিলেন। বলা যায় না। নদীটা আবার খানিকটা রাস্তা বেয়াড়া রকম ঘুরে গেছে বরমার বনের মধ্যে দিয়ে। প্রায় মাইলটাক রাস্তা ঐ গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হ'বে। নদীর দু' পাশেই জঙ্গল। শোনা যায় এখানে দু চারটে খুন জখমও হ'য়ে গেছে। মাদার আর শাল বনে প্রচ্ছন্ন [illegible] স্থান, রাস্তাঘাট বা বাড়ীঘর নেই।

বজরা ছাড়তে ছাড়তেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

"বরমার বনে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে, কি বলেন সরকার মশাই ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই ত মনে হচ্ছে' জয়রাম বললেন, তবে কোন রকম অসুবিধে হবেনা বোধ করি, চাঁদ উঠবে।'

'বরমার বনেই রায়েদের একটা নৌকা লুট হয়েছিলো না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে সে কি আর আজকের কথা? শুধু লুট নয়, কয়েকটা খুনও হয়েছিলো শুনতে পাই, তা আজ্ঞে একটু তামাক সাজতে বলি, কি বলেন?'

বৃদ্ধ জয়রাম এতক্ষণ জোর ক'রে মন থেকে বরমার বনের কথা দূর করে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই আলোচনাই আবার উঠতে জয়রাম উস্‌খুস্‌ করতে লাগলেন। একে ত রাত্রির আর দেরী নেই, তার ওপর বরমার বনে বজরা ঢুকলো বলে।

কিন্তু আলোচনা বন্ধ হলনা।

'সরকার মশাই?'

'আজ্ঞে!'

'বন্দুকটা না এনে ভালো করিনি, বীরেশ্বর বাবু বল্‌লেন, 'তবু কতকটা ভরসা থাকতো!'

'বন্দুক?' জয়রামবাবু চমকে উঠলেন, 'বন্দুক কি হবে এজ্ঞে, না না, অযথা আপনি আশঙ্কা করছেন, দেখতে দেখতে আমরা পার হয়ে যাবো।'

কি যে পার হয়ে যাবেন সেটা আর মুখ ফুটে বলতে পারলেন না তিনি।

'ওরে মাঝি!' জয়রামবাবু উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'সন্ধ্যা যে হয়ে এলো, এমন ক'রে দাঁড় টানলে কখন পৌঁছাবি তোরা?'

সপ সপ ক'রে এক সঙ্গে ছ'খানা দাঁড় পড়তে লাগলো। বজরা ছুটে চললো বেগে।

আর ঘনিয়ে এলো রাত্রির অন্ধকার।

নদীর দুই তীরে ঘন বন। কত রাজ্যের গাছপালা তার আর ঠিকানা নেই। এ সব গাছের কথা বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কোন কেতাবে লেখা হয়নি।

পশ্চিম আকাশে এখনও দু'এক টুকরো ফিকে লাল মেঘ দেখা যাচ্ছে। নদীর কালো জলের দিকে তাকালে গা ছম ছম করে।

'ওরে বরমার বন আর কত দূরে?' বীরেশ্বরবাবু ছই'এর বাইরে মাথা গলিয়ে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করলেন।

'ঐ যে কত্তা দেখা যাচ্ছে, এই বাঁকটা ঘুরলেই—'

'চালা চালা,—'

বীরেশ্বরবাবু ছইয়ের ভিতরে ঢুকলেন। জয়রাম একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে টাঙ্গিয়ে দিলেন।

বীরেশ্বরবাবু তাকালেন বাইরে। কিছু আর দৃষ্টি-গোচর হয়না কোন দিকে, শুধু জমাট-বাঁধা সীমাহীন অন্ধকার। মাঝে মাঝে দু'একটা ঝোপ নজরে পড়ে, অসংখ্য জোনাকী জ্বলছে।

বাঁক ঘুরলো

গড়গড়ার নল মুখে দিলেন বীরেশ্বরবাবু।

আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে বটে কিন্তু তার বিকসিত আলোয় অন্ধকার আরও বেশী রহস্যময় হ'য়ে উঠেছে।

হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্যে মাঝিরা দাঁড় টানা বন্ধ করলো। ভীষণ নিস্তব্ধ চারিদিকে। মাঝিরা কি যেন শুনলে কান পেতে।

'কি রে কি হ'ল?' বীরেশ্বরবাবু গড়গড়া এক পাশে ঠেলে

রেখে জিজ্ঞাসা করলেন। মৃত্থ কণ্ঠের ঐ কয়েকটি কথা তাঁর নিজের কানেই অদ্ভুত শোনালো।

'আজ্ঞে কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

'কিসের শব্দ?' বীরেশ্বরবাবু ছইয়ের বাইরে এলেন। অন্ধকার যেন তাঁদের নৌকাটা গ্রাস ক'রে ফেলেছে।

'কৈ কোন দিকে?' বীরেশ্বরবাবু কান পেতে শুনলেন। দূর থেকে অস্পষ্ট কিসের একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

ব্যাপার কি?

'ওরে কিসের শব্দ তোরা বুঝতে পাচ্ছিস না?'

'চুপ চুপ কত্তা, অত জোরে নয়।'

বীরেশ্বরবাবু চুপ করলেন।

জয়রামের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগলো।

শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'ল।

'আজ্ঞে কয়েকখানা নৌকা এগিয়ে আসছে!'

নৌকা—এত রাত্রে? বীরেশ্বরবাবু চমকে উঠলেন। কিন্তু ভয় পাবার লোক তিনি নন।

'কি জানি বাবু? কোন মহাজনের নৌকা ত এত রাত্রে এ পথে আসবার কথা নয়।'

কিন্তু সন্দেহ ভঞ্জন হ'তে দেরী হ'লনা বিশেষ।

মাঝিরাও অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো।

'সরকার মশাই টাকাটা সিগ্‌গির পাটাতনের তলায় লুকিয়ে ফেলুন, সিগ্‌গির।'

হঠাৎ হোঁচট খেয়ে রাজকুমার মাটিতে পড়ে গেল —পৃষ্ঠা ৪৯

'আপনি ভিতরে আসুন না।'

জয়রাম বাবুর কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল ভিতর থেকে।

বীরেশ্বরবাবু কোন উত্তর দিলেন না।

মাঝি বললে, 'কর্তা, আপনি ভেতরে গিয়ে চুপ ক'রে বসুন বাতিটা নিবিয়ে দিন।'

বীরেশ্বরবাবু ভেবে দেখলেন অনর্থক হাঙ্গামা বাধিয়ে লাভ নেই, তার চাইতে মাঝিদের উপর নির্ভর করা যাক, ওরা ব্যাপার জানে।

'সরকার মশাই!' বীরেশ্বরবাবু মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন।

'আজ্ঞে!'

'ঘুমুলেন নাকি? সাড়াশব্দ নেই যে?'

অন্যসময় হ'লে জয়রাম বীরেশ্বরবাবুর রসিকতায় একটা উত্তম উত্তর দিতেন। কিন্তু এখন তাঁর কথা বলতেও ইচ্ছে হ'ল না।'

'বাতিটা নিবিয়ে দিন তাড়াতাড়ি!'

জয়রাম বাতি নিবিয়ে দিলেন।

জয়রামের মনে হ'ল তাঁর পাশে যিনি বসে আছেন তিনি জমিদার বীরেশ্বরবাবু নন, ডাকাতের সর্দ্দার, এখুনি তাঁর টুঁটি টিপে ধরবে। জয়রাম সত্যি সত্যি সেই অন্ধকারে বীরেশ্বর বাবুর অস্পষ্ট মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মাঝিরা আবার দাঁড় ফেললো, এবং খুব ধীরে ধীরে দাঁড় টানতে লাগলো।

বাইরে খুব নিকটেই ছপ ছপ শব্দ শোনা গেল।

'কারা যায়?' অন্ধকার নদীবক্ষে সুদূর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল।

জয়রাম মরে গেছেন একেবারে।

মাঝিরা দাঁড় তুললো।

'কে যায়? সাড়া নেই কেন?'

তিনখানা বজরা বীরেশ্বরবাবুর নৌকা ঘিরে ফেলেছে।

'আমরা!'

'তোরা কারা? সব বুঝলাম!'

'আজ্ঞে আমরা সেনবাড়ীর মাঝি, কত্তাকে আনতে গিয়েছিলাম ফিরে আসছি।'

চুপচাপ। কোন কথাবার্ত্তা নেই কোন্ দিকে।

'ফিরে আসছিস কেন? তোদের কর্ত্তা এলেন না।'

'আজ্ঞে না, তাঁর কাজ ফুরোয়নি, তিনি দিন দুই পরে আসবেন।

চুপচাপ।

'আপনারা?' সাহসে ভর ক'রে একজন মাঝি জিজ্ঞাসা করলো।

'আমাদের খোঁজে তোদের দরকার কি? আমরা বনমানুষ। কিন্তু ঠিক বলছিস তো? বজরায় কেউ নেই?'

'বিশ্বাস না হয় দেখে যান না কেন?'

কোন সাড়াশব্দ নেই।

বীরেশ্বরবাবুর আর কোন সন্দেহ রইলোনা যে এরা ডাকাতের দল। তিনি হীরের আংটি আর সোণার ঘড়ি খুলে বাঁশের একটা খুপরির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন।

ফিসফাস কথাবার্ত্তার শব্দ শোনা যেতে লাগলো কয়েক মিনিট।

'দেখি, বজরা ভিড়িয়ে আন, দেখবো ভেতরে কি আছে?'

'বিশ্বাস হলনা বাবু আপনাদের?' এবার মাঝিদেরও বুক কেঁপে উঠলো, তাদের কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল বুঝি। এই বরমার বনের দুর্দ্দান্ত ডাকাতদের নৃশংসতার কাহিনী ওরা ভাল করেই জানে, তার ওপরে আবার ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে, আজ আর কারু ঘাড়ে মাথা থাকবে না!

'কৈ বজরা ভিড়িয়ে আননা।'

লগির একটা ঠেলা দিয়ে মাঝিদের নৌকা বজরার নিকটে নিয়ে যেতে হ'ল।

বীরেশ্বরবাবুর নৌকার ছইয়ের ওপর ঝুপ ঝাপ ক'রে সবাই লাফিয়ে পড়লো।

অন্ধকারে নৌকার ভেতরে মানুষ দু'জন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ হয়ে রইলো। মুখ বাড়িয়ে একজন অন্ধকারে ভালো ক'রে দেখে নিয়ে বললে 'নাঃ। অন্ধকার, কেউ নেই বোধ হয়, সাড়াশব্দ নেই।' ওদের কথাবার্ত্তা আর চালচলন দেখে বীরেশ্বরবাবুর মনে হ'ল লোকগুলো শিক্ষিত এবং বোধ হয় ভদ্রবংশীয়, কিন্তু—

'চল ফেরা যাক।'

'না হে, হিসেব কি এমন ভুল হতে পারে? বড় আফশোষের কথা, এসো একবার দেখা যাক ভেতরে, কৈ টর্চ্চটা দাও।'

আর নিস্তার নেই, বীরেশ্বরবাবু প্রস্তুত হলেন।

উজ্জ্বল বিদ্যুৎ আলোকে ছইয়ের মধ্যে সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল এক নিমেষে।

টর্চ্চের আলোক একবার বীরেশ্বরবাবুর মুখে আর একবার মূর্চ্ছিতপ্রায় জয়রামের মুখে এসে পড়লো।

'হো হো হো হো!' টর্চ্চ-ধারী উচ্চকণ্ঠে বিষম হেসে উঠলো। আর লজ্জায় ঘৃণায় বীরেশ্বরবাবুর মাথা গেল হেঁট হয়ে। এমন কাপুরুষের মত লুকোবার চেষ্টা জীবনে এই তাঁর প্রথম। এর চাইতে ওদের হাতে মরাও ঢের ভাল ছিলো। বীরেশ্বরবাবু ছইয়ের বাইরে এলেন। তাঁর চারপাশে তাঁকে ঘিরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। তিনি একে একে সবাইর মুখের দিকে তাকালেন, প্রত্যেকের মুখেই মুখোস।

চন্দ্রের অনুজ্জ্বল আলোক ওদের কারুর কোমরে ছুরির উপর পড়ে চক চক করছে। হয়ত বন্দুক পিস্তলও কারুর কারুর সঙ্গে থাকবে, বীরেশ্বরবাবু অন্ধকারে টের পেলেন না।

'বেশ বুদ্ধিটা খাটিয়েছিলেন। আমাদের অশ্বডিম্ব দেখিয়ে', একজন বেশ সুস্পষ্টকণ্ঠে বললে, 'আমরা নিতান্তই দুঃখিত আপনার এমন ফন্দিটা ফেঁসে গেল!'

'তোমরা আমার কাছে' বীরেশ্বরবাবু এবারে বললেন, 'কি চাও?'

'কি চাই? অবাক করলেন সেনমশাই? আপনার মত লোকের কাছ থেকে এ প্রশ্ন আশা করিনি!'

এরা তা হলে বীরেশ্বরবাবু ভাবলেন সহজ পাত্র নয়। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। কিন্তু তিনিও কম যাননা, বললেন 'আমার প্রশ্ন না বোঝবার কিছুই নেই, তোমাদের আজ হতাশ হয়েই ফিরতে হ'বে ?'

'তাই নাকি ?' এ লোকটাই বোধ হয় দলপতি, 'আমাদের জন্যে আপনার ভাবতে হবে না, কিন্তু কত টাকা আপনার সঙ্গে আছে সত্যি বললে বাধিত হব।'

'যৎসামান্য।'

'আপনার নজরের টাকা গেল কোথা ?'

'নজর এবার' বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'পাইনি বললেই হয়, ও সামান্য টাকা তোমরা নিয়ে কি করবে, মজুরি পোষাবেনা, নেবে ?'

'নেবো বৈ কি ?'

বীরেশ্বরবাবু বিপদে পড়লেন। তাঁর পকেটে মনিব্যাগে আছে এগারো টাকা কয়েক আনা ; ঐ কটা টাকা নজর পেয়েছেন বললে ওরা বিশ্বাস করবে না কিন্তু সেই থলিয়া ছাড়া অন্য কোথাও টাকা নেই, টাকা দিতে গেলে সেই থলিয়া থেকেই দিতে হয়।

কিন্তু বেশী দেরী হলে ওরা জেনে যাবে আসল ব্যাপার। তিনি নৌকার বাইরে থেকেই বললেন, 'সরকারমশাই, টাকাটা নিয়ে বাইরে আসুন।'

বীরেশ্বরবাবুর আসা ছিলো সরকারমশাই নিশ্চয় থলি

থেকে টাকা বের করে রেখে অল্প টাকা নিয়ে বাইরে আসবেন। তাঁকে সুযোগ দেবার জন্যে বীরেশ্বরবাবু কথা পাড়লেন, 'এই বুঝি পেশা তোমাদের?'

'কি?'

'এই নিরীহ লোকদের কাছ থেকে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেওয়া?'

'আপনি নিরীহ? হাসালেন, নিজের সম্বন্ধে আপনার ধারণা বেশ ভালই দেখছি।'

'ধারণা খারাপ হবার কারণই বা কি? তোমরা ত আমাকে আগে থেকেই চিনতে দেখছি!'

'তা চিনতাম বই কি, আপনি—'

লোকটা ঝাঁ করে বীরেশ্বরবাবুর দেহের পাশে হাত বাড়িয়ে নৌকার মধ্যে টর্চ্চ মারলো,জয়রামবাবু তখন ক্ষিপ্রহস্তে থলি থেকে টাকা বার ক'রে নিয়ে মাঝিদের তামাক এবং কয়লা রাখবার টিনের বাক্সটায় রাখছিলো।

ধরা পড়ে গিয়ে তিনি তেমনি নিস্পন্দের মত কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে রইলেন। টর্চ্চধারি ব্যাপার দেখে আবার তেমনি অট্টহাসি হেসে উঠলো। তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে জয়রাম-বাবুর হাত থেকে টাকার থলিটা কেড়ে নিলে, টিনের বাক্স থেকেও টাকা এবং নোট গুলো থলির মধ্যে পুরে সে বাইরে এলো।

'সেন মশাই!'

কোন উত্তর নেই।

'সেন মশাই।'

'বল!'

'আজ সব বুদ্ধি আপনার বাতিল হয়ে গেল দেখছি, আপনার পণ্ডিত চেলাটিকে সঙ্গে আনেননি কেন?'

বীরেশ্বর বাবু বুঝতে পারলেন রাজকুমারের কথা বলছে।

'বেশী কথা বলে তোমরাও খুব বুদ্ধিমানের পরিচয় দিচ্ছনা।'

'কেন বলুন তো!'

'তোমরা কাদের লোক প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'বলুন না!'

'থলিতে যা টাকা আছে, অতটাকা নিয়ে তোমরা করবে কি? টাকাটা আধাআধি বখরা করে ফেলা যাক, ওখানে প্রায় হাজার তুই টাকা আছে।'

মাঝি-মাল্লারা সব চুপ। কোন দিক থেকে কোন কথাবার্ত্তা নেই, জয়রামবাবু বেঁচে নেই বোধ হয়। বিপক্ষ দলের অন্যান্য সকলেই চুপ। কথা বলছিলো সেই একজনেই; লোকটা অসামান্য চতুর এবং বুদ্ধিমান, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার কথা বলবার ধরণ দেখেই বোঝা যায়।

'এত কম টাকায়' লোকটা মৃদু হেসে বললে, 'আমাদের কি হ'বে? দেখছেন না দল কত বড়, কত লোক। বীরেশ্বরবাবু, আপনার হাতের আংটিটা খুলে দিন।'

লোকটার শান্ত কণ্ঠস্বরে বীরেশ্বরবাবু তার মনের দৃঢ়তা আন্দাজ করতে পারলেন।

'এই আংটি? আংটি নিয়ে তোমরা কি করবে? অন্ধকারে কেমন ক'রে জানলে আমার হাতে আংটি আছে?'

'তা জেনেছি বুঝতেই পারছেন, দেরী করবেন না, রাত হল।'

'এ আংটি দেওয়া অসম্ভব' বীরেশ্বরবাবু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, এটা আমার বাবার আংটি, তাঁর পাওয়া দাদামশাই-এর কাছ থেকে, তাঁকে এক ধনী মুসলমান জায়গীরদার এ আংটির হীরে খানা দিয়েছিলেন, কোন মনিকার এটা কিনতে চইবে না, এর অনেক দাম।'

'দাম বলেই ত আপনার কাছে চাইছি বীরেশ্বরবাবু।'

'কিন্তু জানো কেউ এটা কিনতে চাইবে না, একে বিক্রি করা যেতে পারে কলকাতায়, আমি সেখানে সমস্ত পুলিশ আফিসে জানিয়ে দেব যে এ রকম একটা হীরের আংটি চুরি গেছে।'

'বেশী দেরী করবেন না আমাদের অনেক কাজ!'

'আমি দেবো না এ আংটি!'

'এক মিনিট সময় দিলাম আপনাকে এর মধ্যে—'

'তোমাদের হাতে দেওয়ার আগে এ আংটি আমি জলে ফেলে দেবো।' বীরেশ্বরবাবু আংটি খুলে হাতে নিলেন।

'তাই দিন।' ইসারার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বীরেশ্বরবাবুর দিকে এগিয়ে গেল। বীরেশ্বরবাবু এক পা পেছিয়ে এলেন।

'কৈ ফেললেন না আংটী জলে?'

'ভেবে দেখলাম তাতে কোন লাভ হবে না, এই নাও' তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

লোকটা ঈষৎ এগিয়ে এসে হাত পাতলো, বীরেশ্বরবাবু চক্ষের নিমেষে তার চিবুকে প্রকাণ্ড এক ঘুসি মারলেন, টাল সামলাতে না পেরে ও পাটাতনের উপর ঢলে পড়লো, আর তিনি ঝপাং ক'রে জলে লাফিয়ে পড়লেন।

কয়েকটি চঞ্চল মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হল।

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাত জন জলে লাফিয়ে পড়লো বীরেশ্বরবাবুকে ধরবার জন্যে। বীরেশ্বরবাবু ততক্ষণে মাছের মত সাঁতরে তীরে উঠে গেছেন। কিন্তু অজানা পথ, তার ওপর অন্ধকার, বীরেশ্বরবাবু যা ভেবেছিলেন তা হলনা, জঙ্গল ভেদ করে তিনি অন্ধকারে দশ হাত এগিয়ে যেতে পারলেন না শত্রুপক্ষ পশ্চাতে অনুসরণ করলো। বনের মধ্যে স্তিমিত চন্দ্রালোকে পালাবার আর কোন উপায় নেই; বীরেশ্বরবাবু হতাশ হয়ে তাকালেন চারিদিকে তার পর নিঃশব্দে তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন।

বজরা তীরের কাছে এলো।

'উঠুন!'

বীরেশ্বরবাবু উঠে পড়লেন

সেই লোকটাই নিকটে এগিয়ে এসে বললে 'অনর্থক বিক্রম দেখিয়ে লাভ কি হ'ল? কৈ আংটিটা দিন।'

'এই নাও!' বীরেশ্বরবাবু তার প্রসারিত হাতের উপর আংটিটা ফেলে দিলেন।

'আর আপনার সোনার ঘড়িটা ?'

বীরেশ্বরবাবু এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলেন, তারপর আস্তে আস্তে, ঘড়িটাও ওদের হাতে তুলে দিলেন।

'এবার হয়েছে ত ?' বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'এবার যেতে দাও, অনেক রাত্রি হ'য়ে গেল।'

'যাবেনই ত, কিন্তু তার আগে একটা উপকার করতে হবে আপনাকে।'

'কি উপকার ?' বীরেশ্বরবাবু তাকালেন বক্তার দিকে।

'নিয়ে এসো চট করে।'

একজন কাগজ আর কলম নিয়ে এলো।

'বাড়ীর কাউকে লিখুন যে চিঠি পাওয়া মাত্র পত্র-বাহকের হাতে দু' হাজার টাকা যেন অবিলম্বে দেওয়া হয়, আপনি ভয়ানক বিপদে পড়েছেন, আর লিখবেন যে ভয়ের কোন কারণ নেই কিন্তু পত্রবাহকের সঙ্গে কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা যদি কেউ ক'রে তাহলে আপনার প্রাণের আশঙ্কা আছে স্পষ্ট ক'রে লিখে দিন।'

'বীরেশ্বর সেন প্রাণের ভয় করে না এ কথা মনে রেখো, কিন্তু লিখবোনা আমি চিঠি।'

'ভাল করবেন না তা হ'লে, ভেবেছিলাম আপনার বুদ্ধি আছে।'

'তোমাদের আস্পর্দ্ধা খুব দেখছি, কিন্তু সমস্ত জিনিষের সীমা আছে এ কথা ভুলনা।'

'আজ্ঞে না' বক্তা ঈষৎ শ্লেষের কণ্ঠে বললে, 'সবই অসীম'

তারপর গম্ভীর কণ্ঠে, 'কিন্তু আস্পর্দ্ধা কেন থাকবেনা শুনি? এটা যে আমাদের এলাকা, আপনার এলাকায় আপনার আস্পর্দ্ধা কতখানি সেটি ভুললে চলবে না।'

'কিন্তু চিঠি আমি কিছুতেই লিখবো না।'

'আপনাকে লিখতেই হবে,' বক্তা প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো, 'সেই উচ্চ কণ্ঠস্বর প্রকম্পিত করলো রাত্রির নিস্তব্ধ বনপ্রান্তর।'

'দেখা যাক।'

খানিকক্ষণ পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা।

'লিখে না দিলে কি করবে তোমরা?'

'আপনাকে আটকে রাখবো।'

'কতদিন আমায় আটকে রাখবে?'

'যতদিন আপনি লিখে না দেন।'

'তোমাদের সাহস আছে।'

'তা আছে।'

'কিন্তু এই মাঝিদের ত আর আটকে রাখতে পারবেনা? তারা ত তোমাদের গুণ্ডামির কথা প্রচার ক'রে দেবে।'

'কেন রাখতে পারবো না? এত বড় বনের মধ্যে চারজন মাঝির জায়গা হবে না?'

'ততদিনে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে; আমাকে ফিরতে না দেখে ওরা আমার সন্ধানে বেরুবে, শেষ কালে পুলিসে খবর দেবে। পুলিসের হাত থেকে কতদিন তোমরা পালিয়ে বেড়াবে?'

'পুলিশের সাধ্য নেই এই বরমার বন থেকে আপনাদের খুঁজে বার ক'রে। তা ছাড়া আপনাদের নিয়ে ঘোরবার আমাদের সময় কোথা? কালকের দিনটা দেখবো, তারপরে আপনাদের সব ক'জনের মৃত দেহ বরমার বনে অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

বীরেশ্বরবাবু শিউরে উঠলেন। কিন্তু মুখে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ পেলোনা।

'তা হলে অযথা আর দেরী করে লাভ কি সেনমশাই? লিখে দিন। আজ বাড়ী ফিরবেন না?'

'কিন্তু অত টাকা আমি কোথা থেকে দেবো?'

'কোথা থেকে দেবেন? অবাক করলেন; সবাই জানে আপনি লাখপতি, দু' হাজার টাকা বেশী হ'ল? আর তা ছাড়া এই ত আমাদের একটা সুবর্ণ সুযোগ, আপনি ত আর আমাদের বার বার ধরা দিচ্ছেন না, বরঞ্চ এর পরে পুলিশ লেলিয়ে দেবেন, কিন্তু ওর কমে আমাদের হবে না সেনমশাই, জানি ও সামান্য টাকা আপনার মত ধনী ব্যক্তির পক্ষে কিছুই নয়, আমরা ত ভেবেছিলাম হাজার পাঁচেক টাকা নেবো আপনার কাছ থেকে।'

'কিন্তু আমি দিতে পারবো না অত টাকা, আমার হীরের আংটির দাম কত জানো? আর সোনার ঘড়ি? নাঃ আর আমি দিতে পারবোনা।'

'আমরা আপনার ঘড়ি আংটি সব হিসেব করেই রেখেছিলাম, ভাবছেন আমরা আশাতিরিক্ত পেয়ে গেছি, মোটেও তা নয়।'

চুপচাপ।

কয়েক মিনিটের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা চারিদিকে।

'সেনমশাই, হাত বাড়াবেন না।'

'আচ্ছা দাও, কৈ কাগজ?'

সব হাতের কাছে প্রস্তুত ছিলো।

বীরেশ্বরবাবু তাদের কথা মত লিখে দিলেন রাজকুমারকে। একবার তিনি বাড়ী ফিরে যান কোন রকমে তারপর তিনি অপমানের প্রতিশোধ কেমন ক'রে নিতে হয় সেটা দেখিয়ে দেবেন। রাগে অপমানে সমস্ত দেহ তাঁর কাঁপতে লাগলো। এদের পশ্চাতে যে সেই কাপুরুষ রায়েরা আছে সেটা তাঁর বুঝতে দেরী হয়নি। একটা বজরা পত্র বাহককে নিকটে কোথাও তুলে দিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো।

'কতক্ষণ লাগবে?' বীরেশ্বরবাবু মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

'ঘণ্টা দুই। এর আর এমন বেশী কি? আটটা বাজে বোধ হয়, দশটার মধ্যে এসে পড়লো বলে, আর টাকা না দিয়ে যদি কোন গোলমাল বাধায় তাহ'লে অবিশ্যি অন্য কথা। ইতিমধ্যে আপনি আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করতে পারেন, আর না হয় নৌকার মধ্যে গিয়ে আপনাদের সরকারমশাইর সঙ্গে সুখ দুঃখের আলাপও করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।'

চার

এদিকে রাজকুমার বীরেশ্বরবাবুর জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো। তাঁর ফিরে আসবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাত সাড়ে নটা হতে চললো। পল্লীগ্রাম এরই মধ্যে ভীষণ নির্জ্জন এবং নিস্তব্ধ।

রাজকুমার বৈঠকখানায় এসে বসলো।

হঠাৎ বাইরে কার পায়ের শব্দে রাজকুমার চমকে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলো 'কে?'

'আজ্ঞে এই লোকটা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় বোধ হয়, কথা জিজ্ঞাসা করলাম উত্তর নেই, বোবা বোধ হয়। দেখুন দিকি চিনতে পারেন কিনা! যাও—'

'কি হে, কি চাও তুমি এত রাত্রে?' রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলো। লোকটাকে দেখতে কুৎসিত, রং কালো, চুল উস্কোখুস্কো কাপড় মাল-কোঁচা মেরে পরা।

ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ও ইসারায় আপত্তি জানালো।

'ওরে তুই যা!' রাজকুমার আদেশ দিলে।

লোকটা তার পরিচ্ছদের গুপ্তস্থান থেকে একটা কাগজ বার ক'রে রাজকুমারের হাতে দিলো।

রাজকুমার এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে নিলে; বীরেশ্বরবাবুর

হস্তাক্ষর, কোন ভুল নেই। কিন্তু ব্যাপার কি? তা হ'লে কি মামাবাবু—'তুমি কোথা থেকে আসছো? বীরেশ্বরবাবু কোথায়? তুমি কি—কৈ কথার জবাব দাওনা।'

কোন উত্তর নেই।

লোকটা বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'কৈ বললেনা, বীরেশ্বরবাবু কোথায়?' রাজকুমার চীৎকার ক'রে উঠলো, 'দেখি তোমায় আমি কথা বলাতে পারি কিনা, ওরে কে আছিস?'

কয়েকজন ছুটে এলো।

'লোকটাকে নিয়ে যা, যতক্ষণ না কথা বলে, ততক্ষণ চাবুক।'

দুজন ওর দু'হাত চেপে ধরলো।

লোকটা নীরবে হাত দিয়ে রাজকুমারের হস্তধৃত চিঠিটা দেখিয়ে দিলো, রাজকুমার চক্ষের নিমেষে চিঠিটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে, 'যদি টাকা নিয়ে পত্র-বাহক সাড়ে দশটার মধ্যে না পৌঁছায় তাহ'লে আমার প্রাণের সমূহ আশঙ্কা আছে জেনো।'

'ওরে দাঁড়া দাঁড়া,' রাজকুমার আবার চীৎকার ক'রে উঠলো, 'নিয়ে যাচ্ছিস ওকে? ছেড়ে দে, তোরা যা সব এখান থেকে।'

ঘরে আর কেউই নেই।

ছাদ থেকে ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে।

বাইরে অন্তহীন অন্ধকার। দূরে কোথা থেকে করুণ স্বরে শিয়াল ডাকছে।

রাজকুমার নিঃশব্দে একবার লোকটার দিকে তাকিয়ে বললে 'কয়েক মিনিট অপেক্ষা কর আসছি।'

রাজকুমার নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

মিনিট দশেক পরে একজন লোক টাকার থলি নিয়ে বৈঠকখানায় লোকটাকে দিয়ে গেল। লোকটা চকিতে একবার থলির ভিতরে দেখে নিয়ে সাবধানে থলিটা নিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে রাজকুমার প্রকাণ্ড একটা কালো ওভার কোট গায়ে দিয়ে অন্তরাস্তা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে এক এক ঝলক কনকনে হাওয়া ভেসে আসছিলো। ঝোপঝাড়ে দু'একটা জোনাকি জ্বলছে।

ত্বরিতপদে রাজকুমার বড়রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড সিমুলগাছটার পেছনে এসে নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইলো। লোকচলাচলের এটাই একমাত্র সাধারণ রাস্তা। রাজকুমার ওভার-কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একবার দেখে নিলে পিস্তলটা ঠিক আছে কিনা। কিন্তু গেলো কোথায় সেই বোবাটা? এইত একমাত্র যাবার রাস্তা! ওই যে আসছে! রাজকুমার একেবারে গাছের সঙ্গে মিশে দাঁড়ালো। লোকটা চারপাশ তাকাতে তাকাতে হন হন ক'রে এগিয়ে আসছিলো। রাজকুমার সরে দাঁড়ালো। লোকটা এগিয়ে গেল দ্রুতবেগে। ধূর্ত্ত শৃগালের মত রাজকুমার তার অনুসরণ করলো।

লোকটা যেই হোক পথঘাট তার নিতান্ত পরিচিত, একেবারে

মুখস্থ। কেমন ক'রে সম্ভব এটা? গাঁয়ের লোক যদি হত রাজকুমার কি চিনতো না?

অনেক কষ্ট করে রাজকুমারকে চলতে হচ্ছিলো। কখনও কখনও ঘন অন্ধকারে গাছপালার মধ্যে দ্রুতধাবমান সেই মনুষ্যমূর্ত্তি একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছিলো; রাজকুমার প্রায় হতাশ হ'য়ে পড়েছিলো আর কি! বোধ হয় বেশীক্ষণ ওকে চোখে চোখে রাখা যাবেনা।

অন্ধকারে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে রাজকুমার মাটিতে পড়ে গেল, সামলাতে পারলো না। ধপাস করে শব্দ হতেই লোকটার সন্দেহ হ'ল, সে একবার পেছনে তাকালো, রাজকুমার ততক্ষণে অন্ধকারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। লোকটা কিছু দেখতে পেলো কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু হঠাৎ জোরে দৌড় মারলো। রাজকুমার উঠে দাঁড়িয়ে ছোটবার সঙ্গে সঙ্গেই সে অন্ধকারে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল।

রাজকুমার পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে প্রাণপণে এগিয়ে এলো। কিন্তু কোন দিকে সাড়াশব্দ নেই, নিঃঝুম নিঃশব্দ।

রাজকুমার দ্রুতপদক্ষেপে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেল। ঘুরে বেড়ালো এদিকে ওদিকে।

পালিয়েছে।

রাজকুমার পিস্তলটা ঢুকিয়ে রেখে ফেরবার পথে পা বাড়ালো। মামা যে সাঙ্ঘাতিক এক বিপদে পড়েছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই; এবং খুব সম্ভব কালুখালি থেকে ফেরবার পথে ডাকাতের হাতে পড়েছেন। ভাবতে ভাবতে রাজকুমার অস্থির হ'য়ে পড়লো,

কি যে করা যায়, কি যে সে করতে পারে—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুই সে ঠিক করতে পারলে না।

টাকার থলিটা নিয়ে ফিরে আসতে দেখে সবাই একসঙ্গে অস্ফুট আনন্দ-ধ্বনি ক'রে উঠলো।

'এবার আমায়' বীরেশ্বরবাবু বললেন 'যেতে দেবে আশা করি!'

'দাঁড়ান, দেখি একবার থলিতে বাজে কাগজ না নোটের তাড়া।'

পরীক্ষা করা হ'ল। সব নোটই।

'দু'হাজার টাকা আছে ত?'

'আছে!'

'বেশ, আপনার ছুটি!'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বীরেশ্বরবাবুর বজরা ছুটে চললো।

বীরেশ্বরবাবু যখন বাড়ী পৌছালেন তখন রাত্রি প্রায় বারোটা।

তিনি বাইরে থেকেই অন্দর মহলের কোলাহল শুনতে পেলেন। প্রায় সব ঘরেই আলো জলছে। ব্যাপার কি? এত রাত্রি পর্য্যন্ত সবাই তাঁর জন্যে জেগে আছে নাকি? রাজকুমার সব কথা বুঝি ফাঁস ক'রে দিয়েছে?

বীরেশ্বরবাবু তাড়াতাড়ি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলেন।

রাজকুমার অন্ধকারে চুপ ক'রে বসেছিলো। বীরেশ্বরবাবুকে দেখেই লাফিয়ে উঠলো।

'ব্যাপার কি?' বীরেশ্বরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে মামাবাবু!'

'কি—কি?' বীরেশ্বরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

আপনি খানিক আগে একটা লোকের হাতে দিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন?

'হুঁ।'

'টাকা দিয়ে আমি অন্ধকারে তার অনুসরণ করছিলাম, ভেবেছিলাম আপনি নিশ্চয়ই কোন সাঙ্ঘাতিক বিপদে পড়েছেন। কিছুদূর আসতেই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। একটা শব্দ হ'ল। লোকটা একবার পেছনে তাকালো তারপর ছুট মারলো হঠাৎ, আর তাকে ধরতে পারলাম না, সে পালিয়ে গেল।'

'তোর অনুসরণ ক'রে আর লাভ কি হ'ত?' বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'তুমি একা, আর তারা একটা প্রকাণ্ড দল, ভীষণ দুঃসাহসী এবং শক্তিশালী।' বীরেশ্বরবাবু একে একে সমস্ত কথা রাজকুমারকে খুলে বললেন।

রাজকুমার বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে রইলো; কিন্তু বীরেশ্বরবাবুর আশ্চর্য্য হবার আরও ভয়ানক সংবাদ আছে। রাজকুমার কোন-রকম ভূমিকা না করেই বললে, আপনার ত ঐ বিপদ, কিন্তু এদিকে ভয়ানক কাণ্ড হ'য়ে গেছে। ফিরে ত এলাম, রাজকুমার বললে, বাড়ী ঢুকতেই ভীষণ গোলমাল শোনা গেল, 'কি?' বীরেশ্বরবাবু তাকালেন ওর মুখের দিকে। মেয়েরা সবাই খেতে বসেছিলেন আমি যখন বাইরে গেলাম। এর মধ্যে কি ঘটলো? ছুটে গেলাম ভেতরে। মেয়েদের সকলকে দেখলাম আতঙ্কিত,

ভীত। তাঁরা যেন কিসের জন্যে অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন হঠাৎ। কেউই স্পষ্ট ক'রে কোন কথা বলছেন না, চেঁচিয়ে কথা বলা যেন নিষেধ।

জিজ্ঞেস করলাম—'কি হয়েছে মামীমা, তোমরা সব অমন করছ কেন?'

'ওরে তুই এখনও জানিস না কি হয়েছে' মামীমা প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, 'সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে রে! সর্ব্বনাশ!'

'আঃ বলনা ছাই কি হয়েছে' আমি ধমক দিয়ে উঠলাম। মামীমা ততক্ষণে আর একজনকার গলা ধরে কাঁদবার যোগাড়।

ঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ওরে কি হয়েছে বলনা, তোরা কি ক্ষেপে গেলি? নিশুতি রাতে কোথাও কিছু নেই সব খামোখা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছিস কি হয়েছে কি?'

'ওমা!' ঝি চোখ দুটো কপালে তুলে গালে হাত দিয়ে একটা ভঙ্গি করলে, 'তুমি জানোনা দাদাবাবু, সাংঘাতিক একটা—' বলতে বলতে সে কথা আলোচনা করবার জন্যে একদিকে সরে পড়লো।

বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'তুমিও ত আচ্ছা হে, আসল ব্যাপারটাই বলনা, আমার ত সন্দেহ হ'চ্ছে তুমিই জানো কিনা শেষ পর্য্যন্ত কি হয়েছে?'

'তা জেনেছি', রাজকুমার বললে, 'শুনুন না আপনি, নিকুঞ্জ ছিলো একপাশে দাঁড়িয়ে, ক্যাঁক ক'রে এক হাতে তার গলা টিপে ধরলাম আর এক হাতে পিস্তলের নলিটা প্রায় তার ভুঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম, ব্যাটা যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠলো। বল ব্যাটা আগে কি হয়েছে, না হলে তোর মাথার ঘিলু বার ক'রে দেবো,'

আর একটু হ'লে নিকুঞ্জ সাবাড় হ'য়ে যেতো, সে যা বললে তার ভাবার্থ হচ্ছে, আপনার শোবার ঘরের জানালার গরাদ ভেঙ্গে চোর ঢুকে আপনার লোহার সিন্ধুক একেবারে ফাঁকা ক'রে দিয়ে গেছে। আর একটা আধলাও নেই।'

'বল কি রাজকুমার?' বীরেশ্বরবাবু আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন, আর চেপে ধরলেন রাজকুমারের হাত।

সব চুপচাপ।

বাড়ীর মধ্যে কোলাহল প্রায় থেমে এসেছে।

বাইরে শোনা যাচ্ছে গাছপালার একটানা শোঁ শোঁ শব্দ।

'রাজকুমার!' বীরেশ্বরবাবু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

'উঁ।'

'টাকা যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার ঠাকুরদার আমলের—'

'সেই যে একটা বহু মূল্যবান মণি ছিলো?' রাজকুমারকে কেউ যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারলো।

'হ্যাঁ।'

'সর্ব্বনাশ! সেটা ত বাদসাদের আমলের, টাকা দিয়ে ত তার মূল্য নিরূপণ করা যায় না।'

'কিন্তু গেছে।' বীরেশ্বরবাবু চৌকিতে বসে পড়লেন।

'অমন ক'রে বসে থাকলে চলবে কেন? উঠুন, চলুন [illegible], দেখে আসি ব্যাপার কি! এযে কল্পনাও করা যায় না।'

বীরেশ্বরবাবু বাড়ীর ভিতরে এলেন। তাঁকে দেখে সব গোলমাল শান্ত হয়ে গেল।

শোবার ঘরে এসে প্রথমেই চোখ পড়লো খোলা সিন্ধুকটার ওপর। ঘরের মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বলছিলো। বীরেশ্বরবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। শিয়রের কাছে জানলার দুটো লোহার গরাদ খোলা। তিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন একবার বাইরে।

'রাজকুমার!'

'আজ্ঞে!'

'এযে আরব্যোপন্যাসের গল্পের চাইতে রোমাঞ্চকর দেখছি', রাজকুমার বলে উঠলো।

বীরেশ্বরবাবু উত্তর দিলেন না।

'লোহার সিন্ধুকের চাবি পেলো কোথায় ওরা!'

'পাকা ডাকাত, চাবির জন্যে কি ওদের আটকায়? কিন্তু মামা, একটা কথা।'

'কি!'

'এ নিশ্চয় রায়েদের বাড়ীর লোকের কাজ। ওদের মধ্যে পাকা চোর কয়েকজন আছে, আমি তাদের চিনি, ওদের মেঝ ছেলেরই কাণ্ড বোধহয় এ-সব। তার মত ধড়িবাজ আর শয়তান এ দেশে আর দুটো আছে কিনা সন্দেহ!'

'তুমি কি রূপলালের কথা বলছ?'

'বুঝতে পারছেন না? না হ'লে আর কার কথা বলব?'

'তা হ'তে পারে' বীরেশ্বরবাবু বললে, 'সে একটি পাকা বদমায়েস, খুন-জখমেও নাকি তার হাত বেশ চোস্ত!'

রাজকুমার চুপ ক'রে রইলো।

পাঁচ

রাত্রি প্রভাত হ'ল।

সেনেদের বাড়ীতে যে একটা বড় রকমের চুরি হ'য়ে গেছে এ কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত গ্রামে। কিন্তু আরও একটা ভীষণ ঘটনা যে রাত্রির অন্ধকারে ঘটে গেছে এ সংবাদটা বেমালুম চাপা পড়ে গেল।

বীরেশ্বরবাবু ভেবে স্থির করতে পারছিলেন না কি করা যায়। এক দু'মাইল দূরে থানায় গিয়ে সমস্ত ঘটনাটা বলে আসতে পারে, কিন্তু তাতেও কিছু সুরাহা হ'বে বলে মনে হয় না। পাড়াগাঁর থানা আর পুলিস, খানিকটা হৈ চৈ ব্যতীত কোন ফল হ'বে না। উল্টে সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে যাবে মাত্র। তাঁর লোকের অভাব নেই, দারওয়ান, পেয়াদা, লাঠিয়াল ; কিন্তু সব কিছু আজ অকিঞ্চিৎকর ঠেকছে।

এদিকে রাজকুমার কিন্তু চুপ ক'রে বসে নেই। সে বাড়ীর পেছনে যেদিকটা চুরী হ'য়েছে সেদিকে নিঃশব্দে পায়চারি করছে আর ভাবছে এত উচু সীমানা দেওয়াল পেরিয়ে চোর এ-ধারে এলো কেমন ক'রে ? হঠাৎ তার নজরে পড়লো দেওয়ালের ওপাশ থেকে তেঁতুল গাছটার একটা সরু ডাল প্রায় দেওয়ালের ওপর ঝুলে পড়েছে। ঐ ডাল ধরে কেউ দেওয়ালের ওপর লাফিয়ে

বাগানে নেমে পড়েছে নিশ্চয়। কিন্তু নিতান্ত রোগা লোক না হ'লে ঐ সরু ডাল ধরে ঝুলে পড়তে পারতো না নিশ্চয়ই। এবং দেওয়ালের এ-ধারে আসবার আর যখন কোন উপায় নেই তখন ঐ শাখাই একমাত্র ভরসা। তা হ'লে কে এই সরু লোকটা? রায়েদের বাড়ীর নিশ্চয়ই কেউ। একমাত্র ওদের বাড়ীর লোকেরাই জানতো এ বাড়ীর কোনখানে কোন মূল্যবান জিনিষ লুকানো আছে। তা ছাড়া পেছনে শক্তিশালী কেউ সাহায্য করবার এবং সাহস দেবার না থাকলে কারুর বুকে এত জোর নেই যে বীরেশ্বর বাবুর বাড়ীতে চুরী করতে অগ্রসর হয়।

রাজকুমার স্থির করতে পারলে না কার দ্বারা সম্ভব হয়েছে এ কাজ। যদি রায়েদের বাড়ীর কোন লোক এ চুরী ক'রে থাকে (এবং তাই সম্ভব তার মনে হ'ল) তা হ'লে একমাত্র সেই রূপলাল ছোঁড়ারই এই কাজ। ভদ্রলোকদের মধ্যে এমন চতুর এবং বুদ্ধিমান চোর রাজকুমার আর দেখেনি। ঐ লোকটা বাড়ীর কর্ত্তার একজন দূর আত্মীয়। গ্রামে আরও কয়েকটা দুঃসাহসিক চুরী ডাকাতিতে ওর সংস্রবের কথা রাজকুমারের অজানা নেই।

রাজকুমার ফিরে এসে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলে। কয়েকজন লোক নিযুক্ত করা হ'ল যারা দিন রাত রায়েদের বাড়ী পাহাড়া দেবে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে কে কোথায় যায় না যায় সব নজর রাখবে। বিশেষ করে দৃষ্টি রাখবে রূপলালের উপর।

এমনি করে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দু'তিন দিন কাটলো।

রাজকুমার সংবাদ পেলো কেউ বাড়ীর বাইরে বিশেষ কোথাও যায় না, শুধু রূপলালবাবু কাল দুপুরে জটাই দীঘিতে ছিপ ফেলেছিলেন।

মাছ পেয়েছিলো কিছু, রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলো।

'দুটো কাতলার বাচ্চা।'

'সমস্ত দিন বসেছিলো পুকুর পাড়ে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা এবার যেদিন মাছ ধরতে বসবে সংবাদ দিবি, বুঝলি।'

'হুঁ।'

আরও দু'দিন কাট্‌লো।

বীরেশ্বরবাবু হতাশ হয়ে পড়েছেন।

'তুমি বসে বসে কি যে করছ,' বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'আমি ত এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না রাজকুমার।'

'কিন্তু তাড়াহুড়ো ক'রে ত লাভ নেই কিছু।'

'শোন বলি, কয়েক ব্যাটা চাঁইকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে এসো লুকিয়ে। খেতে না দিয়ে ফেলে রাখো অন্ধকার ঘরে, জলবিছুটি আর শুঁয়ো পোকা লাগিয়ে দাও, ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে মাথা নীচু করে ঝুলিয়ে নাকের কাছে লঙ্কা পোড়াতে থাক, নয়ত আঙুলে স্ূঁচ ফুটিয়ে দাও দেখি কেমন সব প্রকাশ না হ'য়ে থাকে।'

'আচ্ছা দেখি আর দুটো দিন, আমি ত একজনকে ঘোরতর সন্দেহ করবার কারণ পেয়েছি।'

'বীরেশ্বর বাবু কোন উত্তর দিলেন না।'

দ্বিপ্রহরে রাজকুমার বিশ্রাম করছিলো। একজন সংবাদ নিয়ে এলো রূপলাল জটাই দীঘিতে আজও ছিপ ফেলেছে।'

'আচ্ছা যা তুই।'

সারাদিন রূপলাল ফাতনার দিকে তাকিয়ে মাছ ধরবার আশায় বসে থেকে ঠিক সন্ধ্যার একটু আগেই উঠে পড়লো। ঝাউগাছের নীচে আসতেই কে যেন পেছন থেকে হঠাৎ তাকে ঝাপ্টে ধরলো। রূপলাল চীৎকার ক'রে উঠতে যাচ্ছিলো, চক্ষের নিমেষে তীব্র আরক মাখানো একটা রুমাল কে সজোরে তার মুখের উপর চেপে ধরলো। হাত থেকে তার ছিপটা মাটিতে পড়ে গেল।

রূপলাল জ্ঞান হারালো।

ঘণ্টাখানেক পরে রায়েদের বাড়ীতে এক চিঠি এলো—'আমি বিশেষ এক জরুরি কাজে সন্ধ্যার ট্রেণেই সহরে চলে যাচ্ছি। আপনারা কিছু ভাববেন না। হাতের লেখাটা আমার নয় বলে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ওখানে মামার বাসায় উঠবো। ইতি—

—'রূপলাল।'

প্রৌঢ় নীলকণ্ঠবাবু ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে মাথা চুলকোতে লাগলেন।

আর রূপলালের যখন জ্ঞান হ'ল তখন তার মনে হ'ল সে মামার বাড়ীর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আরাম করছে। চারিদিকে বিরাজ করছে রাত্রির অন্ধকার।

অন্ধকার ঘরে একটা তক্তপোষের ওপর মলিন এক বিছানায়

তার শয্যা রচিত হয়েছে। ঘরের মধ্যে ভিজে স্যাৎসেঁতে গন্ধ। একটি মাত্র লোহার দরজা, আর সেই প্রায় ছাদের ওপর একটা ছোট জানলা। রূপলাল উঠে বসলো। রোগা লিকলিকে চেহারা। গায়ে একটা পাতলা পাঞ্জাবী।

সে ত জটাই দীঘিতে ছিপ নিয়ে বসেছিলো। এখন রাত কটা বোঝবার উপায় নেই। ঘরের এক কোণে একটা কাটের তেপায়ার উপর মিট মিট ক'রে জ্বলছে একটা কেরোসিনের লম্ফ।

রূপলাল উঠে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এলো। কাছে কোথায় যেন অস্পষ্ট কণ্ঠে কারা কথা কইছে। রাত বোধহয় বেশী হয়নি। বাইরে থেকে দরজায় আলো লাগলো। রূপলাল ফিরে এসে বসলো চৌকির ওপর। নীচে তাকিয়ে দেখলো তার এক পাটি চটি, আর এক পাটি কোথায় গেছে কে জানে।

হঠাৎ দরজার তালা নড়ে উঠলো।

রূপলাল সচকিত হয়ে বসলো।

একজন লোক। হাতে একটা এ্যালুমিনিয়ামের বাটি আর জলের গ্লাস।

কে জানে এখানেই বোধহয় তার রাত কাটাতে হবে। কিন্তু কেন? কিসের জন্যে, তাকে দিয়ে কি কাজ এদের?

'নমস্কার,' রাজকুমার ঘরে এসে ঢুকলো।

রূপলাল অবাক হ'য়ে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলো রাজকুমারের দিকে।

'চিনতে পারছেন ত?' রাজকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো।

'কিন্তু আমাকে আপনারা' রূপলাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কেন এখানে ধরে নিয়ে এসেছেন, আর কেনই বা এখানে আটকে রেখেছেন সে কথা বলবেন কি ?' রূপলাল দু'একবার তাকালো দরজার দিকে, বোধ হয় ভাবছিলো এক ছুটে বেরিয়ে যায়, কিন্তু যাবে কোন দিকে ? কিছুই চেনে না সে, সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান, আর এরা লোক সংখ্যা ত নেহাৎ অল্প বলে মনে হচ্ছে না।

'আপনাকে কেন নিয়ে এসেছি' বাজকুমার বললে, 'সে কথা বলবো বৈ কি। কিন্তু তার আগে কিছু মুখে দিয়ে আমাদের বাধিত করুন, সম্মানিত অতিথি আপনি'।

'এখানে এক তেষ্টা জল খেতেও আমি ঘৃণা বোধ করি, রূপলাল বললে, কিন্তু আপাততঃ আপনাদের উদ্দেশ্যটা জানাবেন কি ?'

'উদ্দেশ্য আমাদের খুব সোজা, আমাদের কোন না কোন উপায়ে মনে হয়েছে যে মামার বাড়ী ডাকাতির ব্যাপারে আপনার হাত আছে, এবং আপনি ইচ্ছে করলেই আমাদের অপহৃত জিনিষপত্রের সন্ধান দিতে পারেন।'

'আমি অপহৃত জিনিষপত্রের সন্ধান দিতে পারি এ অসম্ভব ধারণা আপনার কেমন ক'রে হ'ল।'

'সে কথা আপনার জানবার প্রয়োজন নেই, খাওয়া দাওয়া করুন সুস্থ হ'ন। কম্বল গায়ে দিয়ে নাক ডাকান। এবং যদি সমস্ত কথা খুলে না বলেন ত এই অন্ধকার ঘরেই আপনার থাকতে হ'বে'।

'আপনারা আমাকে ছেড়ে দেবেন না ?'

'আপনার মুক্তি ত আপনার হাতে, জিনিষপত্রগুলো কোথায় সেটা বলে দিলেই আপনার ছুটি।'

'আমি তার কি জানি, এ ত আচ্ছা মজার ব্যাপার। কোথাও কিছু নেই, রাস্তা থেকে লোক একটাকে ধরে নিয়ে এলেন, আর পাগলের মত বলছেন কোথায় জিনিষপত্র বল ?'

'সত্যি আমি কিছুই জানি না, আপনাদের বাড়ী ডাকাতি হয়েছে সেটা আপনার কাছে শুনলাম।'

'আপনি সাধু পুরুষ, আপাততঃ ধূম পান করুন, তাতে ত আর আপত্তি নেই, বা ধুম পানে অন্ততঃ আপনার ঘৃণার উদ্রেক হবে না আশাকরি, বরং—এই যে আসুন—' রাজকুমার খুব দামী সিগারেটের একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলো।

রূপলাল এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করলো ; কিন্তু লোভ সামলাতে পারলো না, যারা নেশাখোর তারা সহজে লোভ সংবরণ করতে পারে না।

রাজকুমারের হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে একটা সিগারেট বার করলো। রাজকুমার সঙ্গে দেশলাইএর বাক্স রাখেনি ইচ্ছে করেই। দু'বার পকেট হাতড়ালো তারপর চেঁচিয়ে ডাকলো, 'ওরে কে আছিস একটা—'

রূপলাল পকেট থেকে একটু ক্ষুদ্র যন্ত্র বার ক'রে ফস ক'রে আগুন ধরালো।

আনন্দে রাজকুমারের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চোর যে কে সে কথা আর জানতে বাকী রইলো না।

রাজকুমার হাসলো।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে রূপলাল বললে, 'হাসলেন যে?'

'ভাবছিলাম চোরকে বার করতে মুস্কিল হ'বে, এত সহজে যে ধরা পড়ে যাবে সে কথা ভাবিনি।'

'আপনার বুদ্ধি আছে' রূপলাল শ্লেষের কণ্ঠে বললে, তাহ'লে আমায় আর অযথা কষ্ট দিয়ে লাভ কি? বাড়ীতে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ছেন।'

'আপনাকে ছেড়ে দেবো, যদি আপনি মালপত্র কোথায় রেখেছেন সে কথা বলেন।'

'যে চুরি করেছে সেই আপনাকে ঠিক সংবাদ দিতে পারবে, চোর ত আমাকে বলে যায়নি।'

'আপনিই চুরি করেছেন, আপনিই চোর।'

এক মুহূর্ত্তে রূপলালের ফর্সা মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপরেই হঠাৎ সে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। রাজকুমার প্রায় চমকে উঠেছিলো আর কি।

'আপনার মাথাটা' রূপলাল বললে, 'যে আন্দাজে বড় বুদ্ধি ও তেমনি মোটা। কেমন ক'রে জানলেন যে আমিই চুরি করেছি? মলয় আসিয়া কহে গেছে কাণে—'

রাজকুমারের ইচ্ছে হ'ল একটি চড়ে লোকটার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেয়, কিন্তু এখন রাগ করবার সময় নয়, কাজ হাঁসিল করতে হ'বে যে কোন উপায়ে।

'মলয় আসিয়া কহে নাই' রাজকুমার বললে, 'তোমার

পকেটে আগুন জ্বালবার ঐ কলটি তোমার সকল কীর্ত্তির একমাত্র প্রমাণ।

বুঝতে না পেরে রূপলাল রাজকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। 'সেদিন রাত্রে তুমি বাড়ীর পেছনে ডোবার ধারে বাবলা গাছের তলায় বসে বসে সময় কাটাবার জন্যে গোটা চারেক সিগারেট টেনেছো। সঙ্গে তোমার দেশালাই ছিলো না, সিগারেট ধরিয়েছো ঐ কলটির দ্বারা। এই নাও সেই সিগারেটের পোড়া অবশিষ্ট!' রাজকুমার পকেট থেকে কাগজে জড়ানো কয়েক টুকরো সিগারেট বার করলো। মাটিতে সিগারেটের টুকরো পড়ে থাকতে দেখেই আমার সন্দেহ হ'ল চোর বেশ বাবু। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য্য লেগেছিলো পোড়া আধ খাওয়া সিগারেট পেলাম কিন্তু পোড়া দেশলাইএর কাটি ত একটাও পেলাম না। কিন্তু তোমার কাছে সেদিন দেশলাইএর বদলে যে ঐ যন্ত্রটি ছিলো সেটা এই মাত্র বুঝলাম।

এ্যালুমিনিয়ামের ছোট বাটিতে রূপলালের জন্যে যে খাবার দেওয়া হয়েছিলো, তা এক পাশে পড়ে আছে, রূপলাল স্পর্শ করেনি। বস্তুতঃ খিদে থাকলেও খাবার ইচ্ছে তার একবারে ছিলো না। সে তক্তপোষের ওপর বসে বসে ভাবছিলো না জানি এ অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ কত হতভাগ্য এমনি ক'রে রাত্রি অতিবাহিত করেছে। কিন্তু পালানো যায় কেমন করে? পালাতে

তাকে হইবে—যে কোন উপায়ে। নিজের উপর তার অগাধ বিশ্বাস তাই নিঃশঙ্কোচে সে এমন কথা ভাবতে পারলো।

কিন্তু কি উপায়ে পালাবে? লোহার দরজায় প্রকাণ্ড তালা শুধু হাতে তার মত দুর্ব্বল লোকেরও ভাঙ্গা অসম্ভব। প্রত্যেক লোক এখানে বিশ্বাসী, তার কাকুতি-মিনতি কেউ শুনবে না। সে হতাশ হ'য়ে পড়লো। বাড়ীতে নিশ্চয় তার এতক্ষণে খোঁজ পড়ে গেছে। কিন্তু যতই অনুসন্ধান করুক কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না যে কেউ তাকে অন্ধকার ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছে। কেমন করেই বা সে বাইরের লোককে তার অসহায় অবস্থার কথা জানাবে?

এখন বোধহয় মধ্য রাত্রি। ত্রিসীমানায় কেউ কোথাও জেগে নেই একমাত্র সে নিজে ছাড়া। তার খাবার রেখে যাবার সময় একটা পুরাণো চিমনী-ভাঙ্গা হ্যারিকেন লণ্ঠন রেখে গিয়েছিলো। সেটাই স্তিমিত আলোক অজস্র বিকীরণ করছিলো।

এ পাশের কাঠের দরজাটায় আগুন ধরিয়ে দিলে কেমন হয়? রূপলাল লণ্ঠনটার কাছে উঠে এলো। আগুন যখন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে তখন সে এক ধাক্কায় দরজাটা ঠেলে ফেলে দিয়ে পালাবে। কিন্তু দরজার ওপাশে খুব সম্ভব বাড়ীর একটা অংশ। কেউ না কেউ শব্দ শুনে জেগে উঠবে। আর নিকটেই আশে পাশে কোন না কোন লোক আছে তার পাহারায়।

রূপলাল দরজায় আগুন ধরিয়ে দেবার আশা ত্যাগ করলো। এবং আপাততঃ সে পালাবার কোন উপায়ই খুঁজে পেলো না

ওকি করছেন……সাপটাকে মেরে লাভ কি ? —পৃষ্ঠা

ঘুম [illegible] তার। কম্বলটা গায়ের উপর টেনে দিয়ে সে চোখ বুজলো এবং অবিলম্বেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লো।

প্রভাতে সে যখন জেগে উঠলো তখন ভোর হ'য়ে গেছে রীতিমত। বাইরে কোথায় লোকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিলো। রূপলাল উঠে বসলো।

দরজা খোলার শব্দে রূপলাল তাকিয়ে দেখে রাজকুমার এবং আর একটি অপরিচিত লোক ঘরে ঢুকছে।

'এই যে আপনার ঘুম ভেঙেছে দেখছি', রাজকুমার হাসি মুখে বললে, 'ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি ত? আপনি অতিথি।'

'না কোন ব্যাঘাত হয়নি,' রূপলাল বললে, 'আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ, কিন্তু আর কত রাত্রি আমায় এখানে কাটাতে হ'বে?'

'যতদিন না আপনি,' রাজকুমার বললে, 'আমার কথার উত্তর দেন।'

'কিন্তু আমি ত চুরির কিছুই জানি না।'

'আপনি সবই জানেন, দেখুন রূপলালবাবু, স্বীকার না ক'রে আপনার কোনরকমেই নিস্তার নেই; কিছুতেই আপনাকে ছাড়বো না আমি। মামাবাবু বলছিলেন আপনাকে উপোস রাখতে, এক ফোঁটা জলও না খেতে দিতে, এমন কি—'

রাজকুমার চুপ করলো।

'বলুন না,' রূপলাল ভীতকণ্ঠে বললে।

'এমন কি সাংঘাতিক শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে যেন আপনাকে জোর ক'রে স্বীকার করানো হয়; কিন্তু আমি বলেছি তার

প্রয়োজন হবে না, রূপলালবাবু বুদ্ধিমান লোক, আমাদের জিনিষ আমাদের ফেরৎ দেবেন এতে তাঁর আপত্তি থাকতে পারে কি? আর হ্যাঁ, দেখুন, আপনারা যে জিনিষটা মামাবাবুর সিন্দুক খুলে নিয়ে গেছেন, সেটার মূল্য আপনারা কল্পনাও করতে পারেন না, এ ছাড়া এটা ওঁদের পূর্ব্ব পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া—আপনি ভেবে দেখুন এখনও, একে ত আপনার রোগা, দুর্ব্বল শরীর, তার উপর ঐ ভীষণ ব্যাপারগুলো যখন একে একে ঘটতে থাকবে তখন আপনি সামলাতে পারবেন না কিছুতেই—প্রথম চোটেই সাবাড় হ'য়ে যাবেন। ভাবুন একবার—প্রাণ বড় না ধন বড়? আর সে ধন আপনার উপার্জ্জিত নয়।'

'[illegible] কি,' রূপলাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমাকে জোর ক'রে ভয় দেখিয়ে একটা মিথ্যে স্বীকার করিয়ে নেবেন? তাতে আপনার লাভ কি? যদি বলি যে হ্যাঁ আপনাদের সেই মণি এবং টাকা পয়সা বাড়ীর অমুক গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি করবেন আপনারা? কি করতে পারেন? বাড়ীর মধ্যে দলবল নিয়ে আপনারা কি সে জিনিষ উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসতে পারেন সে সাহস আছে আপনাদের? বাড়ীর মধ্যে কোন চোরাই মাল আছে এই কথা বলে প্রকাশ্যে ঢুকতে পারেন বাড়ীতে?'

রূপলাল উত্তেজিত হ'য়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো।

'প্রকাশ্যে বাড়ীতে ঢুকতে না পারি,' [illegible] বললে, 'অপ্রকাশ্যে ত পারি, দিবালোকে না পারি অন্ধকারে ত পারবো।'

রূপলাল থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো—'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ আপনি যেমন অন্ধকারে চুরি ক'রে নিয়ে গেছেন আমরাও তেমনি চুরি ক'রে নিয়ে আসবো আমাদের জিনিষ।'

'পারবেন না।' দৃঢ় কণ্ঠে রূপলাল বললে।

'চেষ্টা করে দেখবো। না পারি তার খেসারৎ দেবেন আপনি।'

'আমি বলবো না কিছু, দেখি আপনারা কি করতে পারেন।'

'আচ্ছা দেখা যাক।' রাজকুমার উঠে দাঁড়ালো, বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে যাচ্ছিলো সে। 'দেখুন!' রূপলাল পেছন থেকে ডাকলো।

'কি বলছেন ?'

'শুনুন একবার, ভেতরে আসুন।' রূপলাল ডাকলো।

রাজকুমার দরজা খুলে আবার ভিতরে এলো।

'কি বলছেন ?'

'দেখুন, আমার কথায় বিশ্বাস কি ? আমি ত আপনাদের মিথ্যেও বলতে পারি।'

'তাতে আমাদের মুস্কিলই বাড়বে, অথচ আপনার সুবিধে হবেনা কিছুই। যতক্ষণ না আমরা আমাদের অপহৃত জিনিষ ফিরিয়ে আনতে পারছি ততক্ষণ কি আপনি ছাড়া পাবেন ভেবেছেন নাকি ?'

রূপলাল হতাশ হ'য়ে চৌকির উপর বসে পড়লো।

'শুনুন তবে,' রূপলাল বললে, 'রায়গড়ের নাম শুনেছেন ত ?'

'হুঁ।'

'অনেকটা দুর্গের মত একটা বাড়ী, চার পাশে প্রকাণ্ড পাঁচিল দিয়ে ঘেরা প্রায় দশ হাত উঁচু, কোন মানুষের সাধ্য নেই সে দেওয়াল লাফিয়ে পার হয়, ইদানী আবার পাঁচিলের ওপর ধারালো কাচ বসানো হয়েছে। যা হোক রায়গড় যদি ঢুকতে পারেন কোনরকমে সোজা চলে যাবেন, খানিকটা এলেই দেখবেন পাশাপাশি তিনটে ঘর। মাঝখানের ঘর কোন রকমে খুলে যদি ভিতরে যেতে পারেন এক কোণে প্রকাণ্ড একটা ভারি কাঠের বাক্স চোখে পড়বে। বাক্সের ডালাটা তুললেই দেখতে পাবেন ছেঁড়া বই খাতা তাদের নিচেই একটা পুঁটলির মধ্যে আপনাদের জিনিষপত্র ; ব্যস !' রূপলাল চুপ করলো।

'ধন্যবাদ', রাজকুমার বললে, 'ঠিক বলেছেন ত ?'

'মিথ্যে বলে আর লাভ কি ? কিন্তু প্রথমে রায়গড়ে ঢোকা এক মুস্কিল, তার ওপর ঢুকলে নিরাপদে বেরুতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে।'

'দেখা যাক !'

রাজকুমার অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ছয়

যতই রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততই রূপলালের মানসিক উৎকণ্ঠার আর বিরাম রইলোনা। দিনের বেলা যতই সাহসী হোক রায়বাড়ী ঢোকবার কারুর সাহস হবেনা, অতএব রাত্রেই। এবং একদিনও সময় নষ্ট না ক'রে ওরা যে আজ রাত্রেই লুকিয়ে বাড়ী চড়াও করবে এ বিষয়ে রূপলালের কোন সন্দেহই রইলোনা। হয় ত দু' একটা হত্যা বা খুন-জখমও হতে পারে। সে অস্থির হয়ে উঠলো। কি করা যায়? কেমন ক'রে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? রাজকুমাররা নিশ্চয়ই এতক্ষণে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে। মণিটার অনেক দাম, এত সহজে সেটা ওরা ত্যাগ করবে না, জীবন বিপন্ন করেও একবার দেখবে শেষ চেষ্টা করে। কেন সে ওদের বলে দিলে? কিন্তু না বলেই বা উপায় ছিলো কি?

বুড়ো হিন্দুস্থানি দরওয়ানটা বারাণ্ডার সামনে অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে জেগে রামায়ণ পড়ে, তার সামনে দিয়ে কিছুতেই কেউ যেতে পারবেনা। ওর ওপরেই যা একটুখানি ভরসা। ওর লাঠির ওপরে রূপলালের সম্পূর্ণ আস্তা আছে। কিন্তু ও ত ঘুমিয়ে পড়বেই এক সময়ে, সে ত আর সমস্ত রাত্রি জেগে থাকবে না। তবে? রূপলাল আর ভাবতে পারছেনা। ভালো ক'রে। সব চিন্তা তার গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

রূপলাল ঘরের চারিদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিলে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে, আন্দাজ করে দেখা যাচ্ছে সব, এখুনি চাকর এসে আলো দিয়ে যাবে। ব্যাটা ভেতরেও আসে না। বাইরে থেকে গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা দিয়ে যায়। ভেতরে এলে না হয় ব্যাটাকে কোন রকমে বুঝিয়ে বা টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে বশ করে ফেলা যেতো। দাঁড়াতে বললেও এক মিনিট দাঁড়াবেনা। গায়ে তার শক্তি নেই এতটুকুও, না হ'লে সে হাত বাড়িয়েই তার গলাটা টিপে ধরে শাস রোধ করে দিতো।

আচ্ছা! এক কাজ করলে হয় না। রূপলালের চোখ দুটো হঠাৎ চক্‌-চক্ করে উঠলো। ঘরের কোণ থেকে পুরোনা টুলটা টেনে নিয়ে এসে মেঝে এক প্রকাণ্ড আছাড় মারলো, একবার তাকালো দরজার দিকে কেউ শব্দ শুনে এগিয়ে আসছে কিনা! কারুর সাড়াশব্দ নেই কোন দিকে। আবার টুলটাকে উপরে তুলে দেহের সমস্ত শক্তি সংহত করে আর একটা আছাড় মারলো। আবার আর একটা, আর একটা। সেই শব্দে সমস্ত ঘর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। টুলটার পেরেকগুলো খুলে গিয়ে একটা পায়া আলাদা হ'য়ে গেল।

এইটুকুতেই রূপলাল বেশ পরিশ্রান্ত বোধ করতে লাগলো নিজেকে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে ও মুখটা মুছে নিলে। তারপর টুলের পায়াটা হাতে নিয়ে একবার দেখলো, বেশ ভারী। রূপলালের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে।

তক্তপোষের মধ্যে উঠে বসলো সে। বেশ রীতিমত অন্ধকার হয়েছে। এখনই আলো দিতে আসবে। কতক্ষণ পরে বাইরে মৃদু পদশব্দ শোনা গেল। রূপলাল উঠে দাঁড়ালো।

আলো দিতে এসেছে!

হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা এগিয়ে দিয়ে ও ফিরে যাচ্ছিলো। 'আজ এত দেরী হ'ল কেন হে আলো দিতে?'

কোন উত্তর নেই।

'ওহে এক কাজ করতে পারো?' বলতে বলতে রূপলাল একেবারে নিকটে এগিয়ে এলো, 'বড় জলতেষ্টা পেয়ে গেল হঠাৎ,—রূপলাল তৈরী হয়ে নিলে, 'এক গ্লাস জল খাওয়াতে',—রূপলাল হাত বাড়িয়ে সেই টুলের পায়াটা নিয়ে প্রচণ্ড জোরে ওর মাথায় বসিয়ে দিলে এক ঘা। লোকটা যদি সেই ঘা খেয়ে অন্ততঃ এক হাতও সরে দাঁড়াতো তা হ'লেও বেঁচে যেতো। কিন্তু আঘাতের গুরুত্ব যতটুকু না হোক লোকটা একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। রূপলাল এই সুযোগে পায়াটাকে বেশ ক'রে বাগিয়ে ধরে আর এক ঘা কসিয়ে দিলে! ওতেই যথেষ্ট! লোকটা সেখানেই ঢলে পড়লো। অজ্ঞান হয়ে গেল তা নয়, যন্ত্রণায় সে মাথা তুলতে পারলে না। রক্তে তার কাপড় চোপড় লাল হ'য়ে গেল। আর দেরী নয়, রূপলাল হাত বাড়িয়ে তার কাপড় থেকে চাবি খুলে নিলে চট করে। চাবি কোথায় থাকে সে কাল থেকে লক্ষ্য ক'রে আসছে। চাবিটা সে পকেট ফেলে রেখে খালি গায়েই দরজা খুলে বাইরে এলো! লোকটা তখনও গোঁ গোঁ করছে! রূপলাল তার পা ধরে কোন

মকরে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে দুটো কম্বল পাট ক'রে তার মুখের ওপর ভালো ক'রে চাপা দিয়ে দিলে। হুঁস হলে চেঁচাতে আরম্ভ করবে।

দরজায় তালা লাগিয়ে রূপলাল বাইরে এলো।

দালান পার হ'য়ে ও এগিয়ে চললো। পাশেই একটা প্রকাণ্ড ঘরে কারা তাস পিটছিলো। রূপলাল দালানের গা ঘেঁসে এসে, ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লো। এ জায়গাটা বোধ হয় বাড়ীর পশ্চাতভাগ। এক শ্রেণী নারকোলগাছ, তার পরেই উঁচু দেওয়াল।

রূপলাল দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো!

'ওরে বনমালী,' রাজকুমার পিস্তলটা কোমরের বেল্টের সঙ্গে এঁটে নিতে নিতে ডাকলে।

'কি বলছেন?'

'বন্দুকটা ঠিক আছে ত? ভাল ক'রে দেখে নিয়েছিস? মনে কর আজ আর ফিরে আসবিনে।'

'হুঁ।'

'আর ডাণ্ডাটা নিতে ভুলিসনি যেন।'

'ছোটবাবুও যেমন।' বনমালী ঝাঁকরা চুল নাচিয়ে বললে।

'কেন রে?'

'একেই ত বন্দুকের ভার, তার ওপর আবার লোহার ডাণ্ডা একটা কি হবে?'

'কেন রে?' রাজকুমার হাসতে হাসতে বললে, 'তোর অত বড় শরীরে ঐ সামান্য ডাণ্ডাটা নিতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?'

'নাঃ!' বনমালীও হাসলো।

'প্রস্তুত?'

'হুঁ।'

'তবে চল বেরিয়ে পড়া যাক, আর দেরী নয়।'

'চলুন, টর্চ্চটা নিয়েছেন ত? অন্ধকার বড্ড!'

'নিয়েছি।'

নিঃশব্দে ওরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। পদদ্বয় তাদের পাদুকা-হীন। তাই কোন শব্দ হবার উপায় নেই।

দু'জনেরই পরণে প্যাণ্ট আর সার্ট।

বনমালীর কাঁধে বন্দুক আর হাতে প্রকাণ্ড লোহার ডাণ্ডা এবং একটা ব্যাগে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি। ওদের হাবভাব দেখে মনে হয় সত্যিকার যুদ্ধক্ষেত্রেই ওদের অভিযান।

বনমালী বাড়ীর চাকর হ'লেও রাজকুমারের সঙ্গে তার ঠিক মুনিব চাকরের সম্বন্ধ নয়। অতি শৈশবে বনমালী এদের বাড়ীতে চাকুরী করতে এসেছিলো। তখন থেকেই বনমালী আর রাজকুমার এক সঙ্গে বড় হয়েছে, এক সঙ্গে সাঁতার দিয়েছে, পাখী শীকার করেছে, বন্দুক দিয়ে কাঠবেড়ালী মেরেছে। দুজনে বাঁশঝাড়ে লুকিয়ে এক সঙ্গে টেনেছে তামাক। এর জন্যে অবশ্য রাজকুমারকে অনেক তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিলো কিশোর বয়সে। কিন্তু [illegible] সম্বন্ধের আন্তরিকতা

জানবে হয়ে কি, ঐ কাঁচা বয়সে বন্ধুত্বের বন্ধন সহজে আলগা হবার নয়।'

তারপর অনেকগুলো বছর ওরা একসঙ্গে অতিবাহিত ক'রে এসেছে। আজও তাদের বন্ধন তেমনি অটুট। রাজকুমার বনমালীকে ছাড়া কোন কাজেই এগোয় না।

চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার।

গাছপালার পাশ দিয়ে অতি সন্তর্পণে তারা এগিয়ে চললো দ্রুতবেগে।

রায়বাড়ীর প্রকাণ্ড গেটের পাশে এসে ওরা দাঁড়ালো। গেট খোলা, কিন্তু চট ক'রে ঢুকে পড়বার সাহস তাদের হল না।

'বনমালী!' মৃদু, অনুচ্চ কণ্ঠে রাজকুমার ডাকলো।

'উঁ!'

'ভাল ক'রে দেখ, কেউ নেই ত কোন দিকে?'

'না।'

'তবে আয়, আমার পেছনে পেছনে চলে আয়, সাবধান শব্দ হয় না যেন।'

ওরা খোলা গেট দিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। তাকালো চারপাশে ভালো ক'রে। খানিকটা সান বাঁধানো জায়গা। বাম পার্শ্বে একটা পুকুর। ওধারে প্রকাণ্ড নাট-মন্দির। নাট-মন্দিরের মধ্যে আলো জ্বলছিলো।

'কি রে কোন দিকে যাবো?' রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলো, 'পথঘাট কিছু ঠাহর করতে পারছিনে।'

'আসুন আমার পেছনে পেছনে' বনমালী এগিয়ে গেল, পুকুরটার পাড়ের ওপর দিয়ে যেতে হবে, তারপরেই ওদের ঠাকুর-ঘরের পেছন দিয়ে খানিকটা গেলেই তারপর—

'চুপ।' রাজকুমার থমকে দাঁড়ালো।

'কি হয়েছে?' বনমালী ওর কাণের ওপর মুখ রেখে বললে।

'কে আসছে না এদিকে? বেশ ভালো ক'রে শোন।'

বনমালী এক মিনিট কাণ খাড়া করে রইলো, 'নাঃ' তারপরে বললে, 'কেউ আসছে না, আসুন তাড়াতাড়ি।'

ঠাকুরঘরের কাছে প্রকাণ্ড একটা আমগাছের আড়ালে, দাঁড়িয়ে রাজকুমার বললে, 'কিন্তু যাব কেমন ক'রে? এখুনি ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হ'বে, আর পুরুতটা এদিকেই তাকিয়ে বসে রয়েছে। ওদিকে গেলেই দেখে ফেলবে।

'চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা যাক,' বনমালী বললে, 'ও না. সরলে যাওয়া যাবে না!'

ওরা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে মশার কামড় সহ্য করলো। পুরুত ভেতরে যেতেই ওরা প্রায় ছুটেই মন্দিরের পশ্চাতে চলে গেল। কয়েক পা এগিয়ে গেলেই রায়গড়ের দরজা।

ওরা আর দাঁড়ালো না।

'ওরে!'

'স্তু।'

'দেখছিস?'

'হুঁ।'

'ওখানে ঢুকবি কেমন করে? মেড়োটা বসে বসে কি সেলাই করছে যে।'

'ঢোকা যাবে।'

'এক কাজ কর, আমার পেছনে পেছনে আয়, আর লোহার ডাণ্ডাটা যে আমায়।'

বনমালী লৌহদণ্ডটি রাজকুমারের হাতে দিয়ে বললে, 'বুড়ো মানুষের মাথাটা একেবারে দোফাঁক ক'রে দেবেন না যেন।'

রাজকুমার হেসে উঠলো।

'দেখতে পেলে কিন্তু সর্ব্বনাশ! একটু ঘাড় ফেরালেই চোখে পড়ে যাবেন।'

রাজকুমার কোন উত্তর দিলে না। নিঃশব্দে লোকটার কাছে গিয়ে হাতের অস্ত্র দিয়ে মাঝারি গোছের একটা আঘাত করলো। ঐ ভারি জিনিষটার আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই, বুড়ো সেখানেই কাৎ হয়ে রইলো।

'ঝটপট দড়ি বার কর ব্যাগ থেকে।' রাজকুমার বললে।

'ন্যাকড়াগুলো ওর মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দে, আমাদের কাজ হাঁসিল করতে সময় লাগবে।'

ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দু'জনে ধরাধরি ক'রে খাটিয়ার উপর শুইয়ে দিলে। দূর থেকে কেউ দেখলেই মনে হবে বুড়ো ঘুমিয়ে পড়েছে।

'লণ্ঠনটা নে।'

'লণ্ঠন কি হবে?' বনমালী বললে, 'ওটা বরঞ্চ থাক, অসময়ে

অন্ধকার দেখলে কেউ সন্দেহ করতে পারে, এখনও সটা বাজেনি, আমাদের ত টর্চ্চ আছে, ভাবনা কি ?'

'ঠিক বলেছিস, এগো।'

অন্ধকার অপরিসর একটা রাস্তা তার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যেতে হ'বে। কতদিন যে এখানে মানুষ ঢোকেনি কে জানে।

রাজকুমার মাঝে মাঝে টর্চ্চ জ্বেলে এগিয়ে যেতে লাগলো। বনমালী তার পেছনে। প্রায় পঞ্চাশ গজ ওরা গেছে এমন সময় কোথা থেকে কিসের একটা শোঁ শোঁ শব্দ শোনা গেল, মনে হ'ল কি একটা ভীষণ জন্তু ডাকছে।

রাজকুমার দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালো।

'টর্চ্চ জ্বালবেন না, খবরদার!' বনমালী বললে।

রাজকুমার টর্চ্চ নিবিয়ে দিলে।

কি একটা বেগে ছুটে আসছে তাদের দিকে। একটা শব্দ শোনা গেল। রাজকুমার পিস্তলটা বাগিয়ে ধরলো, আর বনমালী বন্দুক। কতগুলো পাখী তাদের মাথার পাশ দিয়ে শাঁ শা করে উড়ে গেল।

'ও এই ব্যাপার! কতগুলো পাখী, বুঝলি,' রাজকুমার বললে, 'তোর ভয় করেনি ত ?'

'নাঃ ভয় কিসের ? ভয় করলেই বা চলবে কেন ? জেনে শুনেই ত এখানে এসেছি।'

ওরা আবার সেই সুরঙ্গপ্রায় পথ দিয়ে এগিয়ে চললো।

'রূপলাল বলেছিলো এখানে কোথায় এসেই তিনদিকে তিনটা

রাস্তা দেখবো, বাঁ দিক দিয়ে যেতে হ'বে। তারপরে তিনটে ঘর পাশাপাশি, সর্ব্বশেষের ঘরেই ঢুকতে হ'বে মনে থাকে যেন।'

ওরা তেমাথা গলির মুখে এসে বাঁ দিকের রাস্তা ধরলো।

'এটা দুর্গ ই বটে!' বনমালী বললে।

'হু। কত্ত কাণ্ড দেখনা! দুর্গ না ওদের মাথা, মানুষ টানুষ খুন করবার দরকার হ'লে এখানে নিয়ে এসে খুন করা হোত, নীলকণ্ঠবাবুর পিতা একজন পাকা খুনে ছিলেন, তাঁর বাপও তাই। এখনও খুঁজলে দু'চারটে মড়ার খুলি পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু বাড়ীটা প্রকাণ্ড!'

'হু, তা বড় আছে।'

'এই যে। এসে গেছি, কিন্তু ঘরে তালা দেখছি যে! কৈ ডাণ্ডাটা দে দিকি।'

'আপনি সরুন', বনমালী বললে, 'ডাণ্ডার চাপ দিলেই তালা ভেঙ্গে যাবে।'

বনমালী দরজার কড়ার মধ্যে রড ঢুকিয়ে দিয়ে জোরে চাড় দিতে তালা ভাঙ্গলো না বটে কিন্তু দরজার একটা কড়া ভেঙ্গে গেল।

'ব্যাস! আয়।'

ওরা ঢুকলো ঘরে।

'কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?' বনমালী ফিসফিস ক'রে বললে। 'বেশ ভালো করে শুনুন তো।'

দুজনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত্ত।

'সর্ব্বনাশ!' রাজকুমার চাপা কণ্ঠে বলে উঠলো, 'কারা আসছে এগিয়ে, আমি গলার শব্দ শুনতে পেয়েছি!'

'তাই নাকি?' কম্পিত কণ্ঠে বনমালী বললে, 'তাহ'লে উপায় কি?'

'আগে দরজা ত এঁটে দে, তারপর দেখা যাবে।'

বনমালী খিল এঁটে দিলে। মজবুত কাঠের দরজা, ভাঙ্গতে অনেক লোক এবং অনেক সময়ের দরকার হ'বে।

কোথাও কাঠের বাক্স দেখতে পাচ্ছিস? বনমালী টর্চ্চ ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললে।

'ঐ যে!'

ওরা তাড়াতাড়ি ঘরের কোণে প্রকাণ্ড এক ভাঙ্গা কাঠের বাক্সের কাছে এগিয়ে গেল। আশে পাশে আরও অনেক বাক্স জড় করা আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হ'বে গুদাম ঘর।

'দিন, হাত ঢুকিয়ে' বনমালী বললে, 'দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি?'

বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে রাজকুমার বললে, 'সাপ লুকানো নেই ত? আরে! এই যে!' রাজকুমার একটা পুঁটলি তুলে নিলে।

'নে তোর ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেল,' রাজকুমার বললে, 'কিন্তু ওকি?'

বনমালী অনুচ্চস্বরে বললে, 'কারা সব এগিয়ে আসছে, একটা চরম যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে নিন।'

'ওরা জানলে কেমন ক'রে?'

'বোধহয় রূপলালটা ছাড়া পেয়েছে [illegible], না হ'লে আর

পালাবার উপায় কি?' কিন্তু এবার শব্দ একেবারে দরজার ঠিক বাইরেই, অনেক লোকের পায়ের শব্দ!'

'তুই চেঁচাসনি,' রাজকুমার বললে, 'আস্তে কথা বলতে পারিস না?'

'টর্চ্চটা নিবিয়ে দিন,' বনমালী রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'আমরা যে এ ঘরে এসেছি তার কোন চাক্ষুস প্রমাণ ওরা পায় নি!'

'পাবে না কেন' রাজকুমার বললে, 'দারওয়ানটার অবস্থা দেখে ওরা সব বুঝতে পেরেছে? এই ধর আমাকে—'

রাজকুমারের কথা শেষ হ'ল না—হঠাৎ চক্ষের নিমেষে কি যেন ঘটে গেল, রাজকুমার যে তক্তার ওপর দাঁড়িয়েছিলো সেটা ওরা অন্ধকারে টের পায়নি। হঠাৎ তক্তাখানা পায়ের তলা থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল খটাস ক'রে। অন্ধকারে বনমালী এক মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলে রাজকুমার তার পাশে নেই এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিচে কোথায় জলের মধ্যে ভারি জিনিষ পড়ার শব্দ হ'ল। বনমালীর ব্যাপার বুঝতে দেরী হ'ল না। তারা যেখানে দাঁড়িয়েছিলো তার নীচেই কূয়ো আছে বাইরে থেকে কোন উপায়ে তক্তাখানা সরানো যায়, বনমালী দরজার বাইরে শব্দ শুনেই কয়েক পা সরে এসেছিল না হ'লে সেও পড়ে যেতো। কিন্তু তাহ'লে যে কি হ'ত সেটা ভেবেই বনমালী শিউরে উঠলো।

'বনমালী!' প্রায় ত্রিশ হাত নীচে থেকে ডাক এলো, আর সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছুরিত হ'ল টর্চ্চের আলো। টর্চ্চটা রাজকুমারের হাতে ছিলো। বনমালী গলা বাড়িয়ে দেখলো রাজকুমার এক হাতে সাঁতার কাটছে আর এক হাতে টর্চ্চটা ধরে আছে।

...সর্বনাশ! লক্ষ্য বাঘ বা সাপ নয়, একটা জ্যান্ত মানুষ —পৃষ্ঠা ১০০

মুহূর্তের মধ্যেই বনমালী ব্যাগ থেকে দড়ির বাণ্ডিল বার করলো। সমস্ত সরঞ্জাম ওরা নিয়েই এসেছিলো। ঠিক এমনি সময়ে দরজার বাইরে এক সঙ্গে অনেক লোকের গলার শব্দ শোনা গেল।

বনমালী দড়ি ঝুলিয়ে দিলো।

বাইরের লোকেরা ভেতর থেকে দরজা আঁটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলো ঘরের কেউ বা কারা রয়েছে। রূপলাল পালিয়ে এসেই লোক যোগাড় ক'রে এখানে ছুটে এসেছে। তার হিসাব ভুল হয়নি, রাজকুমার যে একদিনও দেরী না ক'রে আজই এখানে আসবে একথা সে আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলো। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক তাকে অন্ধকারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিলো। প্রথমে দু' একটা লাফ মেরেছিলো কিন্তু উঁচু দেওয়ালের মাথা লাফিয়ে ধরতে পারেনি। সে ঘুরে ঘুরে রান্নাঘরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল; দেওয়াল ঘেঁসে একটা সুপুরি গাছ। সুপুরি গাছ বেয়ে সে দেওয়ালের ওপর নেমেছিলো, তারপরে কোনরকমে বাইরে।

সাত

বনমালী দৃঢ় হস্তে দড়ি ধরে রইলো। রাজকুমার কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুয়োর দেওয়ালে পা লাগিয়ে দড়ি ধরে ধরে ওপরে উঠে এলো।

'লাগেনি ত কোথাও?' বনমালী দড়ি গুটিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

'যৎসামান্য', রাজকুমারের পরিচ্ছদ জলে সপ সপ করছে, 'কিন্তু ওরা যে একেবারে এসে পড়েছে, মনে হ'ল যেন রূপলালের গলা শুনতে পেলাম। রূপলাল ঠিক বুঝতে পেরেছিল আমরা বাক্সটার কাছেই আছি তাই কেমন করে বাইরে থেকে—। রাজকুমার চুপ করলো। দরজায় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা পড়লো।

'আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না', বনমালী তাড়াতাড়ি বললে, 'এখুনি দরজা ভেঙ্গে সবাই ভেতরে ঢুকে পড়বে, পালাবার বন্দোবস্ত করুণ। টর্চ্চটায় জল ঢোকেনি ত? একবার জ্বালুন।'

'না না, আলো দেখলে ওদের আর কোন সন্দেহই থাকবেনা', রাজকুমার ফিস ফিস ক'রে বললে, 'চল দিকি ও পাশে একটা বন্ধ দরজা আছে না?

'হুঁ আছে, সেটা ঘরে ঢুকেই দেখে নিয়েছি, বাইরে থেকে একটা তালা লাগানো।'

'দরজার বাইরে কি ?'

'গাছপালা বলে মনে হ'ল।'

'চল দরজার কাছে।'

'ওরা ঘরের আর একদিকে এগিয়ে গেল। ঠিক এমনি সময়ে দরজার বাইরে কোলাহল আরও বেড়ে উঠলো, সমস্ত দরজাটা প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠলো।

'ভারি কিছু একটা দিয়ে সবাই একসঙ্গে ধাক্কা দিচ্ছে বুঝলি ?'

'হু'

'ওরা ঘরে যখন আসবেই তখন টর্চ না জ্বালিয়ে কোন লাভ নেই, বড্ড অসুবিধে হচ্ছে।'

'জ্বালুন।'

টর্চের আলোয় চারিদিক পরিস্ফুট হয়ে উঠলো।

রাজকুমার তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে ঠেলে দেখলো, বাইরে থেকে তালা। দরজার ফাঁক দিয়ে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু দেখা গেল না। ওদিকে দরজাটা মড় মড় করে উঠলো। মনে হ'ল এখুনি যেন দরজা চুরমার হয়ে ভূমিস্মাৎ হয়ে পড়বে।

'আয়, দুজনে জোরে ঠেলে দেখি !'

বনমালী এগিয়ে এলো। ওরা দু'জনে এক সঙ্গে সজোরে ধাক্কা মারলো। কিন্তু কোন ফল হল না।

'আপনি সরুন দিকি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দে আমায় দে !' রাজকুমার ডাণ্ডাটা কড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে জোরে চাপ দিতে দরজা থেকে কড়া খুলে গেল। এত

সহজেই যে নিস্কৃতি পাবে সেটা ওরা মনে করেনি, তবে সঙ্গে পিস্তল ছিলো এই ভরসা। বুদ্ধিটা মাথায় না খেললে কি বিপদ হ'ত বলা যায় না।

'সাবধান, চারপাশে তাকিয়ে তবে এগোবি। ও হ্যাঁ, দাঁড়া এক মিনিট, রাজকুমার ছুটে সেই কাঠের বাক্সটার কাছে ফিরে এসে নিচু হয়ে তার মধ্যে কি খুঁজতে লাগলো।

দরজার খানিকটা ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। সে ফাঁক দিয়ে বনমালী দেখলো আলো এবং অনেক লোকের মুখ। রাজকুমারের হাতে টর্চ্চ জ্বলছিলো।

আতঙ্কিত কণ্ঠে বনমালী রাজকুমারকে ডেকে উঠলো। রাজকুমার কি একটা হাতে নিয়ে ছুটে এলো। টর্চ্চটা নেবালো।

'চল, পালা।'

ওরা দরজাটা ঠেলে দিয়ে বাইরে এলো।

'ছুটুন!' বনমালী বললে, 'ঐ দেওয়াল দেখা যাচ্ছে। ওটা পার হ'তে পারলেই,' বনমালী ছুটতে ছুটতে বললে, 'কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে নিন, সামনে কেউ পড়লে একেবারে সাবাড় করে দেবেন।' বলা শেষ হতে না হতেই কে যেন কোথা থেকে বাঘের মত বনমালীর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। বনমালী প্রস্তুত ছিলো না। রাজকুমারের বাম বাহুতেও প্রচণ্ড এক লাঠির আঘাত পড়লো, তার হাত থেকে খসে পড়লো টর্চ্চটা, যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। দ্বিতীয় লাঠি পড়তে না পড়তেই রাজকুমার সামলে নিলো মাথা। লোকটাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লে, লোকটা পায়ে হাত

দিয়ে বসে পড়লো। গুলিটা কোথায় লেগেছে কে জানে। এ ধারেও যে অন্ধকারে কয়েকজন পাহারা দিচ্ছিলো এ কথা ওরা বুঝতে পারেনি।

বনমালীও ততক্ষণে তার প্রতিপক্ষকে কাবু করে ফেলেছে। ধাক্কা খেয়ে হাত থেকে তার লৌহ অস্ত্রটি অন্ধকারে কোথায় পড়ে গেছে না হ'লে এতক্ষণ তার সময় লাগতো না।

রাজকুমার ছুটে এলো।

বনমালী চেঁচিয়ে বললে, 'খবরদার গুলি ছুঁড়বেন না!'

অন্ধকারে দু'জনে ঝটাপট আরম্ভ করলো। বনমালী দু'এক বার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলো, পারলো না, লোকটা সাপের মত তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

'আমার বন্দুকটা তুলে নিন, মাটিতে—'

রাজকুমার অন্ধকারে বন্দুক খুঁজতে লাগলো।

ওদিকে কোলাহল উচ্চতর হ'য়ে উঠলো। যে লোকটার গায়ে গুলি লেগেছিলে সে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছিলো।

বনমালী তার প্রতিপক্ষের গলা টিপে ধরবার সুযোগ পেয়েছে। লোকটা প্রবল চেষ্টা করলো বনমালীর কঠিন মুষ্টি ছাড়াতে পারলো না। অবশ হয়ে এলিয়ে পড়লো লোকটা।

রাজকুমার ততক্ষণে সীমানা দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বনমালীর ওপর তার বিশ্বাস ছিলো; শুধু হাতে বনমালীর সঙ্গে লড়তে পারে এমন লোক খুব কমই আছে।

বনমালী ছুটে এলো, তখনও সে হাঁফাচ্ছিলো।

'ঐ দেখুন!' বনমালী বললে।

রাজকুমার পিছনে তাকিয়ে দেখে লণ্ঠন এবং মশাল হাতে ছুটে আসছে অনেক লোক।

'দেওয়াল প্রায় সাত আট হাত উঁচু হ'বে,' রাজকুমার তাড়াতাড়ি বললে, 'লাফানো অসম্ভব।' গায়ের জামা খুলে ফেললো সে ঝাঁ করে, 'আমি দাঁড়াচ্ছি, তুই আমার কাঁধে উঠে দেওয়ালের মাথা ধরতে পারবি! ওপরে কাচ আছে জামাটা নে, বিছিয়ে দিবি, উঠে পড়, ওরা আসছে ধরা পড়ে গেলাম বুঝি।'

রাজকুমার দাঁড়াল শক্ত হ'য়ে। বনমালী উঠে পড়লো কাঁধে।

'দেওয়াল নাগাল পেলি?'

'পেয়েছি!'

'জামাটা বিছিয়ে উঠে পড়।'

বনমালী এক মিনিটের মধ্যে দেওয়ালের উপর উঠে পড়লো। জামাটা সব কাচ ঢাকেনি। শরীরের কয়েক জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো।

শত্রুপক্ষ একেবারে কাছে এসে পড়েছে কিন্তু স্বল্লালোকে ওরা চট ক'রে বুঝতে পারলো না বনমালী এবং রাজকুমার কোনদিকে গেছে।

'কিন্তু আপনাকে তুলবো কেমন ক'রে?' কাতর কণ্ঠে বনমালী জিজ্ঞাসা করলো।

দড়ি বার করনা! 'নে বন্দুকটা আর পিস্তলটা ধর।'

দড়ি ঝুলিয়ে দিতে কয়েক মুহূর্ত লাগলো।

'ঐ যে!' কে চেঁচিয়ে উঠলো।

রাজকুমার দড়ি ধরে প্রায় উঠে এসেছে। আর ওরাও এগিয়ে এসেছে একেবারে নিকটে, পঁচিশ গজের দূরত্ব!

ঝুলতে ঝুলতে রাজকুমার বললে, 'গুলি ছোঁড়।'

বনমালী ডান হাতে শক্ত ক'রে সাবধানে দড়ি ধরে বাঁ হাতে পিস্তল ছুড়লো।

শত্রুপক্ষ গুলির শব্দ শুনে এগোবে কি পেছবে স্থির করতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইলো। কে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আর এগিয়ে,' আবার ওরা ছুটলো।

রাজকুমার ততক্ষণে উঠে এসেছে।

'লাফা।'

বনমালী লাফিয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারও।

'বাঃ বাঃ!' রাজকুমার বললে, 'আমার জামাটা রইলো যে ওপরে!'

'তা থাক' বনমালী হাসতে হাসতে বললে, 'তাড়াতাড়িতে বন্দুক আনতে ওরা ভুলে গেছে বোধহয়, আনলে একবার কি হ'ত ভেবে দেখেছেন?'

'কি আবার .হ'ত হাঃ, নে নে। আর দেরী নয়, ব্যাটারা আবার ঘুরে এসে আক্রমণ করতে পারে!'

আট

সকাল বেলা বীরেশ্বরবাবুর বৈঠকখানায় বীরেশ্বরবাবু রাজকুমার এবং বনমালী বসে জটলা পাকাচ্ছিলো।

বনমালীর পিঠ চাপড়ে দিয়ে সোৎসাহে বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'শাবাস! বনমালী, তোর এতো সাহস সেত কোনদিন জানিনি, রাজকুমারটা ছেলে বেলা থেকেই গুণ্ডা, ওর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তুই—রাজকুমার কি একটা চামড়ার বাক্স পেয়েছিলে, বলেছিলে ওর মধ্যে কি আছে দেখলে নাকি?'

'দেখবার আর সময় কোথায় বলুন না, রাত্রে সেই যে মড়ার মত এসে পড়লাম, এই ত ঘুম ভাঙলো। আমার শোবার ঘরে আলমারী থেকে বাক্সটা নিয়ে আয় দিকি?'

বনমালী নিষ্ক্রান্ত হ'ল।

'বুঝলে রাজকুমার,' বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'আমার হীরের আংটিটার কথা ভুলতে পারছিনে, অনেক দাম, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস এ সেই রূপলাল বদমাইসটার কাজ, ব্যাটা সব পারে।'

'কিছুদিন যাক', রাজকুমার বললে, 'আর একদিন ওকে ধরে আনলেই হ'বে, খালি গঙ্গাফড়িং আর আরশোলা খেতে দেবো!'

'এক কাজ করতে পারো!

'কি বলুন না!'

বনমালী হাতে একটা চামড়ার বাক্স নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো।

'এদিকে দে,' রাজকুমার বললে।

বনমালী বাক্সটা রাজকুমারের হাতে দিলো।

রাজকুমার দু' একবার টানাটানি করতে বাক্সটা খুলে গিয়ে লাল ফিতের বাঁধা একটা কাগজ মাটিতে ঝরে পড়লো!

'ওটা কিসের কাগজ?' বীরেশ্বরবাবু বলে উঠলেন।

'কি ওটা?' বনমালী বললে।

রাজকুমার কাগজটা তুলে নিয়ে খুলে ফেললো।

তিন জোড়া চোখ কাগজটার উপর পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো।

ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে রাজকুমার বলে উঠলো, 'বরমার বনের নক্সা।'

'বরমার বনের নক্সা?' বীরেশ্বরবাবু এক ছোঁ মেরে রাজকুমারের হাত থেকে কাগজটা প্রায় কেড়ে নিলেন।

বীরেশ্বরবাবু খুব ভালো ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন নক্সাখানা। কাগজটার ওপর কয়েকটা পথ আঁকা; এঁকে বেঁকে সাপের মত চলে গেছে। একটা রাস্তা গিয়ে যেখানে পড়েছে—সে জায়গাটা কালির দাগ দেওয়া। এক কোণে আবার লাল কালিতে একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেওয়া আছে। পাশেই একটা গাছ; খানিকটা জল।

বীরেশ্বরবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'হয়েছে।'

'কি হয়েছে?' রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলো।

'এই যে কাল কাঁটিতে চিহ্নটা দেখছো, এখানেই হচ্ছে সেই ডাকাতগুলোর আড্ডা ; দেখলে আমি যে বলেছিলাম যার বাড়ীর লোকদের সঙ্গে এই ডাকাতির সম্বন্ধ আছে। এই নক্সা ওখানে থাকবার মানে কি ? রূপলালই সমস্ত ব্যাপারের মাথা। নক্সাটা ও অনেক কষ্টে উদ্ধার করা গেছে ; আমার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, এই এখানটায় কোনরকম বাড়ী ঘর-দোর আছে, খুঁজলে ওখানেই টাকা, আমার হীরের আংটি এবং ঘড়ি পাওয়া যেতে পারে।'

'কিন্তু যদি আমাদের অনুমান মিথ্যে হয়', রাজকুমার বললে, 'তাহ'লে ভেবে দেখুন একবার হয়রাণির কথা ; আপনি কি ওখানে যাবার কথা বলছেন ? প্রাণের মায়া কিন্তু ত্যাগ করতে হ'বে।'

'আড্ডা যে এখানে একটা আছেই, বীরেশ্বরবাবু বললেন 'তাতে আমার বিন্দুমাত্র ভুল নেই, এই দেখনা পাশেই নদীটা নীল পেন্সিল দিয়ে আঁকা, এই এখানে কোথাও ওরা আমায় আটকেছিলো।'

কয়েক মিনিট সব চুপচাপ, কারুর মুখে কথা নেই। হঠাৎ রাজকুমার বলে উঠলো, 'নক্সাটা আমায় দিন।'

'কি হ'বে।'

'আমি যাবো।' রাজকুমারের মুখে ফুটে উঠলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন।

'আমিও যাবো।' বীরেশ্বরবাবু বললেন।

'আপনি কোথায় যাবেন ?' রাজকুমার আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি ওসব ছুটোপাটি দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন

না, আপনার বয়েস হয়েছে, আমরা এখনও ছেলেমানুষ, অনেক সইতে পারবো।'

'আমার বয়েস হ'লেও,' বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'আমি তোমাদের চাইতে কম যাই না। চলই না একবার শক্তি পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক।'

দু'পক্ষে অনেক তর্কবিতর্ক এবং সুবিধে অসুবিধের কথা হ'ল। বীরেশ্বরবাবু ভয়ানক গোঁয়ার, তিনি যাবেনই।

স্নান করবার পূর্ব্বে বীরেশ্বরবাবু তাঁর রাইফেলটা ভালো ক'রে পরিষ্কার ক'রে নিলেন।

'খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করেই,' বীরেশ্বরবাবু বললেন, 'রওনা হওয়া যাবে, আমি ঘুমিয়ে পড়লে জাগিয়ে দেবে নিশ্চয়, দুপুরে একটু না ঘুমুলে আর চলে না। সেখানে পৌঁছতে আমাদের ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। নক্সাটা সাবধানে রেখেছো ত রাজকুমার?'

'তা রেখেছি, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে ওরা নিশ্চয়ই টের পেয়েছে যে তাদের এই নক্সা খোয়া গেছে। যদি বনের মধ্যে ধনরত্ন কিছু লুকোনই থাকে তাহ'লে তারা কি এতক্ষণে সাবধান হ'য়ে যায়নি মনে করছেন?'

বীরেশ্বরবাবু স্নান করতে গেলেন।

'ওরে কি হ'বে বলত?' রাজকুমার বনমালীকে জিজ্ঞাসা করলো, 'মামা ত ভারি হাঙ্গামা বাধালে দেখছি, মামাকে নিয়ে যাবার পক্ষপাতী আমি নই, কি বলিস তুই?'

'হু।'

'আবার কি হয় কিছু বলা যায় না ত, দু'জনেই বেশ, গোলমাল দেখলে অন্তত পা চালাতে পারবো ; মামাবাবু তাঁর মোটা শরীর নিয়ে না পারবেন ছুটতে, না পারবেন হাঁটতে। নাঃ ওসব কোন কাজের কথা নয়, মামাকে নিয়ে যাওয়া হবে না কিছুতেই। তুই কিছু ফন্দি আঁট বনমালী।'

'ফন্দি আঁটা আছে, কি কি নিতে হবে বলে ফেলুন দিকি।'

'কি আবার নিবি ? আমার কোমরে পিস্তল, কাঁধে রাইফেল, তোর কাঁধে বন্দুক, গলায় জলের বোতল। আমার ব্যাগে খাবার তোর ব্যাগে টর্চ্চ দেশলাই, টোটা, আর কোমরে একখানা বড় ধারালো ছোরা। পরনে বুট, হাফপ্যাণ্ট আর সার্ট।' রাজকুমার হাসলো। 'কিন্তু মামাকে ঠকানো যায় কেমন ক'রে আগে বল।'

'আপনি প্রস্তুত ?' বনমালী জিজ্ঞাসা করলো ; 'তার কাঁধে বন্দুক এবং ব্যাগ, কোমরে ছোরা।

'হু,' কিন্তু মামাবাবু কোথায় ?' রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলো।

'তিনি ঘুমোচ্ছেন, আর এক মিনিট দেরী করলে কিন্তু জেগে উঠবেন।'

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

মাথার উপর নীল আকাশ। মাঠের উপর কড়া রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। রাস্তায় জনমানব নেই।

রাজকুমার এবং বনমালী জটাই দীঘি ছাড়িয়ে এলো।

'কটা বেজেছে দেখুন !' বনমালী বললে।

হাত ঘড়িটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে 'সাড়ে বারো,' রাজকুমার বললে।

ওরা চলেছে।

পার হয়ে এলো অনেক মাঠ, ধান ক্ষেত, বাঁশবন আর ঝোপঝাড়।

মাঝে মাঝে দু' একটা টুকটাক কথা।

'একবার নক্সাটা দেখুন ছোটবাবু, বনমালী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললে, 'বরমার বনে এসে গেছি আমরা।'

'নক্সা দেখে কি বুঝবো? চিহ্ন দেওয়া পথই খুঁজে বার করা যাক আগে।' রাজকুমার নক্সা খুলে দেখতে লাগলো।

'সাবধান,' বনমালী হঠাৎ নীচু গলায় বললে, 'চেঁচিয়ে কথা কইবেন না, হয়ত কেউ কোথায় লুকিয়ে আছে, কিছু বলা যায় না, এমনও হ'তে পারে যে কেউ আমাদের হয়ত অনুসরণ করছে বা আড়াল থেকে আমাদের গতি বিধি লক্ষ্য করছে।'

রাজকুমার কোন উত্তর দিলে না প্রথমে, 'নক্সার ওপর চোখ রেখে এক মিনিট পরে বললে, 'হতে পারে, ওরা নিশ্চয় আন্দাজ করেছে ব্যাপার।'

'ঐ ত বরমার বন দেখা যাচ্ছে না?'

'হু।'

ফাঁকা জায়গা ছাড়িয়ে এবার ওরা ঘন বনের মধ্যে ঢুকলো। চারিদিক নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁকের মধ্যে এক একটা নাম-না-জানা পাখী ডেকে উঠছে। গভীর অরণ্য, চতুর্দিকে ঘন

গাছ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এক একটা জায়গায় মনে হয় সূর্য্য বুঝি এইমাত্র অস্ত গেল, এমনি অল্পালোক পথ, মাঝে মাঝে বন্ধুর, অগম্য হয়ে উঠেছে, দু'হাতে গাছের ডাল সরিয়ে ওদের এগোতে হচ্ছে। হঠাৎ এক একটা ঘন ঝোপ দেখলে গা ছম ছম করে ওঠে, মনে হয় ওর মধ্যে নিশ্চয় বাঘ আছে।

'আচ্ছা!' বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে রাজকুমার বললে, 'হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটা বাঘ ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো আচমকা, কি করবি বল তো!'

'বাঘকে তেমন ভয় নেই, বনমালী হাত দিয়ে একটা ডাল সরাতে সরাতে বললে, 'ভয় মানুষকে! পনেরো বিশ গজ দূর থেকেই টের পাওয়া যায় যে কাছে কোথাও বাঘ গা ঢাকা দিয়েছে, কিন্তু একেবারে দু'হাত দূরেও একটা ঝোপের মধ্যে কোন মানুষ লুকিয়ে থাকলে টের করা যাবে না, আর তাদের যদি বন্দুক কিংবা পিস্তল থাকে তা হ'লে ত কথাই নেই, যে কোন মুহূর্ত্তে মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারে। এমনি ক'রে একবার ধুপধাপ ক'রে এগিয়ে যাওয়া আমাদের নিতান্ত বোকামি হচ্ছে কিন্তু, তা ছাড়া শুকনো পাতায় যা সর্ সর্ শব্দ হচ্ছে আধ মাইল দূরেও কেউ থাকলে টের পেয়ে যাবে।'

'তুই কি মনে করিস' রাজকুমার বললে, 'তারা টের পেয়েছে মজা দেখে আমরা বনের মধ্যে এসে পড়েছি?'

'মনে ত করিই,' বনমালী বললে, 'এটা ওরা ভাল রকম জানে যে যদি এই বনের মধ্যে কিছু আছে এটা আমরা টের পাই, [illegible] বিপদ যতই গুরুতর হোক আমরা যাবোই।'

'কিন্তু কালকের একটা অমন ব্যাপারের পর আজই যে আমরা আবার এ সব হাঙ্গামার মধ্যে পা দেবো—'

'চুপ,' বনমালী রাজকুমারের গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, 'কেউ আসছে শুনুন।'

'রাজকুমার কাণ খাড়া করলো। কাছে কোথাও অস্পষ্ট সর সর শব্দ হচ্ছে। বেশ বোঝা গেল কেউ বা কারা আসছে।

রাজকুমার পিস্তলটা আর বনমালী বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলো। সম্মুখে পথ কিছুদূর পরিষ্কার!

'শব্দটা কি,' রাজকুমার কাণে কাণে বললে, 'পেছন থেকে আসছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছিনে,' অস্পষ্ট কণ্ঠে বনমালী বললে, 'কৈ আর ত শোনা যাচ্ছে না।'

রাজকুমারও কাণ পেতে শুনলো, 'তাই ত, কৈ আর শোনা যাচ্ছে না, একি ভূতের পায়ের শব্দ নাকি?'

'আসুন,' বনমালী ওর জামা ধরে মৃদু আকর্ষণ করে বললে, 'ঐ ঝোপটার পিছনে গিয়ে বসে পড়ি। আসুন তাড়াতাড়ি।'

ওরা আস্তে আস্তে যথাসম্ভব নিঃশব্দে ঝোপটার পেছনে গিয়ে বসলো।

'কেউ নিশ্চয়ই,' মৃদু কণ্ঠে বনমালী বললে, 'লুকিয়ে আছে কোথাও।'

'কি জানি।'

ওরা বন্দুক ধরে বসে রইলো। কয়েকটা মিনিট কাটালো।

হঠাৎ আবার খস খস শব্দ শোনা গেল। মনে হল কারা এগিয়ে আসছে।

ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো ঐ মৃদু খস খস শব্দ।

ওরা দেখলে প্রকাণ্ড একটা সাপ পথ অতিক্রম করছে। সাপটা একটা বড় বাঁশের মত মোটা, প্রায় আট দশ হাত লম্বা।

বনমালী রাজকুমারের উদ্যত হাত চেপে ধরে বললে, 'ওকি করছেন কি আপনি? পাগল হয়েছেন? খামোখা সাপটাকে মেরে লাভ কি? বন্দুকের একটা ভীষণ শব্দ হবে, আর যদি কাছে কেউ কোথাও থাকে তা হ'লে আর রক্ষা নেই।'

'অত বড় সাপটা', রাজকুমার হাসতে হাসতে বন্দুক নামিয়ে বললে, 'পালিয়ে গেল!'

'পৃথিবীতে ওর চাইতে ঢের বড় সাপ আছে,' বনমালী বললে, 'কটাকে আপনি মারতে পারছেন, কিন্তু উঠুন এবার, অযথা খানিকটা সময় নষ্ট হল।'

ওরা আবার এগিয়ে চললো।

দুধারে ঘন বন। আকাশচুম্বি বৃক্ষশ্রেণী, আর মাঝখানে সঙ্কীর্ণ বহুদিনের অব্যবহার্য্য পথ।

'একবার নক্সাটা দেখুন,' বনমালী বললে।

'কেন?'

'বোঝা যাবে কতদুর এসেছি, কাছে কোথাও একটা বাঁকের কথা লেখা আছে না?'

'আছে বোধ হয়।' রাজকুমার নক্সা খুলে দেখতে লাগলো, 'আমরা ঠিক রাস্তা ধরেছি তো ?'

'কি জানি, এই ত। এইখানে একটু জলা জায়গা, পার হবার বাঁশের একটা সাঁকো। এখনও বোধ হয় মাইল দুই উত্তরে যেতে হবে।'

'যা বুঝেছি,' রাজকুমার বললে, 'বনের মধ্যেই আজ রাত্রিবাস করতে হবে। খাবার কিছু নিতে বলেছিলাম, নিয়েছিস ?'

'নিয়েছি, কিন্তু আমার এখুনি ক্ষিধে পাচ্ছে।'

রাজকুমার হাসলো।

'আরে এখানে যে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে রে।' রাজকুমার বললে, 'কি করা যায় বলতো ?'

'নক্সাটা দেখুন।' বনমালী বললে।

'নক্সায় কোথাও দুটো রাস্তা নেই।'

ওরা দু'জনেই কয়েক মিনিট ভাবলে কি করা যায়।

'এক কাজ করা যাক, বনমালী বললে, 'আমার যতদূর মনে হচ্ছে এ দুটো রাস্তা খানিকটা গিয়েই আবার মিলেছে। দু'জন দু'দিক দিয়ে যাওয়া যাক, তারপরে—'

'না না,' প্রবল আপত্তির কণ্ঠে রাজকুমার বলে উঠলো, 'তারপরে আমি তোকে খুঁজে বেড়াই আর তুই আমাকে খুঁজে বেড়া, দু'জনে এ কাজ করি সারাদিনে।'

'আগে আমার কথাটাই শুনুন না,' বনমালী বললে, 'দু'জনে দুটো পথ দিয়ে মাইলখানেক যাওয়া যাক আন্দাজ ক'রে, তারপর

যদি দেখি যে দুটো দু'দিক দিয়ে চলে গেছে তাহ'লে আবার দু'জনেই ফিরে এসে এক সঙ্গে একটা রাস্তা ধরা যাবে।'

'চল তাই যাওয়া যাক।'

ওরা দু'জনে আলাদা পথ ধরলো।

নয়

হঠাৎ এক জায়গায় গন্ধ পেয়ে বনমালী থমকে দাঁড়ালো। এই গভীর নির্জ্জন বনের মধ্যে তামাকের গন্ধ এলো কোথা থেকে? বনমালীর মনে হ'ল কয়েক মিনিট আগে কেউ এখানে কাছে কোথাও বিড়ি কিংবা সিগারেট খেয়েছে।

বনমালী সাবধান এবং শঙ্কিত হয়ে উঠলো। শত্রুরা কি চারদিক থেকেই তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

এক মাইল রাস্তা বোধ হয় সে এসে গেছে এখনও পথটার শেষ হল না। সে ফিরে যাবে কিনা ভাবছিলো। কিন্তু এই গন্ধ রহস্যটা সমাধান করতে পারলে মন্দ হয় না। নিশ্চয় এই বনের মধ্যে কেউ বা কয়েকজন লোক থাকে বা এসেছে। এবং তাদের মধ্যে কেউ ধুম পান ক'রে।

হঠাৎ একটা গাছের আড়ালে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বনমালীর বুকের মধ্যে ধক ক'রে উঠলো। বনমালী আল-গোছে আর একটু এগিয়ে গেল যেন একেবারেই শব্দ না হয়। বনমালীর এতক্ষণ কোনদিকেই খেয়াল ছিলো না, এই দু'মিনিট আগেও সে আপন মনে শিষ দিয়েছে। বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সে লোকটার কাছে এগিয়ে গেল, টের পেলেও কিছু এসে যাবে না, বেশী গোলমাল ক'রে ত এক গুলিতে কাবার করে দিবে।

কিন্তু কি ? বনমালী লক্ষ্য ক'রে দেখলো ঐ লোকটার হাতেও একটা দোণলা বন্দুক এবং সে কোন একটা কিছুকে তাগ্ করছে। কিন্তু বার বার তাকে লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করতে দেখে বনমালী বুঝতে পারলে সে যে জিনিষটাকে গুলি ছোঁড়বার জন্যে লক্ষ্য করছে সেটা ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করছে, কিন্তু কি সে জিনিষ ? বাঘ ? সাপ ?

লোকটা পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলো ; তাই [illegible] দেখতে পেলো না। বনমালী আরও দু'পা এগিয়ে গেল, কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারলে না, লোকটা কি লক্ষ্য করছে।

বনমালী একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো ; গলা টান ক'রে দেখলো। সর্ব্বনাশ ! লক্ষ্য বাঘ বা সাপ নয়, একটা জ্যান্ত মানুষ এবং সে মানুষ রাজকুমার।

রাজকুমার হন্ হন্ ক'রে হেঁটে যাচ্ছিলো। মৃত্যু যে এমন করে আড়ালে ওত পেতে রয়েছে ঘুনাক্ষরেও সে জানে না।

বনমালী স্থির করে ফেললো চট ক'রে কি করা উচিত। বনমালী আর একটু এগিয়ে এসে এক হাতে সজোরে তার গলা টিপে ধরলো আর এক হাতে বন্দুকটা। আরে ! এ যে রূপলাল ! রূপলাল। পেছন থেকে চেনা যায়নি।

বনমালীর কঠিন বলশালী হস্তের নিষ্পেষণে রূপলালের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। হাত থেকে তার বন্দুক পড়ে গিয়ে গুড়ুম করে শব্দ হ'ল। সেই শব্দে কম্পিত হয়ে উঠলো নিস্তব্ধ বনপ্রান্তর। রূপলাল দু'হাতে প্রবল চেষ্টা করলো বন্ধন থেকে মুক্ত হবার

জন্য, কিন্তু রূপলালের মত দশ জনেরও সাধ্য ছিলো না বনমালীর মত শক্তিবান মানুষের সঙ্গে এঁটে ওঠে। বনমালী তাকে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসলো।

রাজকুমার বন্দুকের শব্দ শুনে চমকে উঠলো ভীষণ। মুখ ফিরিয়ে দেখলো খানিকটা দূরেই দু'জন লোক ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে মাটির ওপর। একজন যে বনমালী সেটা সে বুঝতে পারলো, আর একজনকে চিনতে পারলো না। রাজকুমার তীরের বেগে ছুটে এলো। মাটিতে একটা বন্দুক পড়ে থাকতে দেখে তার আর বুঝতে বাকী রইলো না কিছু।

বনমালী বললে, 'শিগ্গির আমার ব্যাগ খুলে দড়িটা বার করুন।'

রাজকুমার দড়ি বার করলো।

ওরা দু'জনে মিলে রূপলালকে বেশ ক'রে বাঁধলে যেন পালাতে না পারে।

'ওর কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে নি,' বনমালী বললে, রাজকুমার তাকালো তার মুখের দিকে, 'মুখটাও খুব ভালো করে বেঁধে দিতে হবে যেন শব্দ করতে না পারে। এর দলের লোকেরা নিকটে কোথাও আছে ; চীৎকার করলে টের পেয়ে যাবে।'

রাজকুমার এক মিনিটও দেরী করলো না, রূপলালের কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেললে ভালো ক'রে। তারপর বললে, 'নে ধর পা'টা, একটা অন্ধকার ঝোপের মধ্যে ফেলে রেখে যাই, যেন রাত্রিবেলা বাঘে খেয়ে যায়।'

বনমালী পা আর রাজকুমার অন্যদিকে ধরে খানিকটা দূরে একটা অন্ধকার ঝোপের মধ্যে ধপাস ক'রে প্রায় ছুঁড়ে দিলে। রূপলাল যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করে উঠলো।

ঠিক এ সময় সে সাপটা এদিকে আসতো!' বনমালী হাসলো।

'বন্দুকটা নে তাড়াতাড়ি,' রাজকুমার বললে, 'ওরা নিশ্চয়ই বন্দুকের শব্দ শুনে এতক্ষণে এদিকে এগিয়ে আসছে।

বনমালী বন্দুকটা তুলে নিলে।

'এবার আর পথ দিয়ে যাবো না।' রাজকুমার চলতে চলতে বললে, 'সোজা উত্তর দিকে গেলেই হবে, চল।'

ওরা মিনিট পাঁচেক হাঁটলো।

'যে জায়গায়টায় চিহ্ন দেওয়া আছে,' বনমালী জিজ্ঞাসা করলো, 'সে জায়গাটা আপনার কি বলে মনে হয়?'

'কোনো পোড়া বাড়ী টাড়ি হবে বোধ হয়।'

'কটা বাজলো?'

'দুটো।'

'দেখেছেন এরই মধ্যে—'

বনমালীর কথা আর শেষ হ'ল না। কাছে কোথাও এক সঙ্গে অনেক লোকের কথাবার্ত্তা শুনে ওরা থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বসলো একটা ঝোপের মধ্যে।

বনমালীরা যে দিক থেকে এসেছে সেদিকে দ্রুতপদে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। বন্দুকের শব্দ যে ওরা শুনতে পেয়েছে সেটা বেশ বোঝা গেল।

ক্রমে ওদের কথাবার্ত্তা অস্পষ্ট হয়ে এলো।

রাজকুমার উঠে দাঁড়ালো চট ক'রে, আলো ক'রে তাকিয়ে দেখে নিলে একবার চারিদিকে, তারপর বনমালীকে বললে, 'ওরে ওঠ এবার, এই হচ্ছে সময়, নিকটেই কোথায় এদের আস্তানা। বন্দুকের শব্দ শুনে সবাই ছুটে গেছে।'

ওরা দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো।

'কিন্তু ধরুন ওদের আড্ডার সন্ধান পাওয়া গেল, চোরাই মাল পত্র কোথায় কোন কোণে লুকিয়ে রেখেছে সেটা খুঁজে বার করবেন কি করে?'

'চলনা আগে,' রাজকুমার বললে, 'গিয়েই পড়া যাক দেখি কি হয়।'

'ওরা আবার আমাদের সন্ধানে ফিরে আসবে কিন্তু বনমালী বললে, খুব শিগ্গির আমাদের কাজ শেষ করে নিতে হ'বে। তা ছাড়া ওদের কাছে যদি আরও দু' একটি বন্দুক থাকে তা হ'লে ব্যাপার বড় সহজ দাঁড়াবে না।'

'বন্দুক ত আছে বলেই মনে হচ্ছে,' রাজকুমার বললে, 'দেখা যাক, ওরা রূপলালকে আগে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে, তারপর আমাদের খোঁজে—ঐ যে!' রাজকুমার হাত দিয়ে দূরে একটা প্রায়-ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়ে দিলে। জঙ্গলের মধ্যে। চারপাশে গাছপালা।

অনেকদিন হয়ত আগে এখানে লোকের বসতি ছিলো, তখন জঙ্গলের অস্তিত্ব ছিলো না বোধ হয়: আজ এমনি ঘন জঙ্গলে

পরিণত হয়ে গেছে। কোন ধনি গৃহস্তের প্রকাণ্ড অট্টালিকার ঐ শেষ অবশেষ এখন দস্যু ডাকাতের আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাড়ী আর নেই, ভগ্ন ইঁটের স্তূপ। একখানি মাত্র বড় ঘর কোন রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ভাঙ্গা দরজা।

ওরা নিঃশব্দে বাড়ীর পশ্চাতে এলো।

'উঁকি মেরে দেখ ফাটল দিয়ে,' রাজকুমার বললে, 'ভেতরে লোক আছে মনে হচ্ছে।'

বনমালী বন্দুকটা রাজকুমারের হাতে দিয়ে নিচু হয়ে ঘরের মধ্যে দেখতে লাগলো। প্রায় অন্ধকার ঘর, হঠাৎ চট করে কিছুই দেখা যায় না। বনমালী কয়েক মুহূর্ত্ত সেই অন্ধকারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, তারপর অনুচ্চ স্বরে মাথা না তুলেই বললে, 'দুজন লোক আছে ভেতরে, একজন বুড়া বসে বসে তামাক টানছে, আর একজন মাটিতে শুয়ে, বোধ হয় ঘুমুচ্ছে।'

'আর কেউ নেই ত? ভালো করে দেখ!'

বনমালী বললে, 'না আর কেউ নেই। এ ছিদ্রে বন্দুকের নল বসিয়ে লাগিয়ে দেবো নাকি?'

'না না, তা হলে শুনতে পেয়ে সবাই এদিকে ছুটে আসবে। চল দরজা খোলা আছে কিনা দেখা যাক!'

দরজা ঠেলে দেখা গেল ভিতর থেকে বন্ধ। কেমন ক'রে এই ভাঙ্গা দরজা আটকানো আছে ঈশ্বর জানেন। একটু জোরে ধাক্কা দিলেই দরজা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

'জোর করলেই চলে যাবে,' বনমালী বললে, 'তারপর বুড়োটাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব ; একবার খুঁজে দেখা যাক।'

'না, ধাকা দিলে,' রাজকুমার বললে, 'যদি দরজা না খোলে সাবধান হয়ে যাবে, এক কাজ কর, দরজায় আস্তে আস্তে টোকা মার, বুড়ো নিশ্চয়ই দরজা খুলে বাইরে আসবে। ক্যাঁ করে মুখ চেপে ধরে বাইরে হাত-পা বন্ধ ক'রে ফেলা যাক কি বলিস ?

'মন্দ নয়', বনমালী বললে।

'তুই দড়িটা বার কর, খানিকটা কাপড় হলে ভালো হত, দড়ি লম্বা আছে ত ?'

'হুঁ।'

'আমি দাঁড়াচ্ছি, তুই টোকা মার, বেরিয়ে এলেই আমি ক্যাঁক ক'রে গলা টিপে ধরবো, বেশী হাত-পা ছোঁড়ে ত একেবারে সাবাড় করে দেবো, নে।'

বনমালী দরজায় টোকা মারলো।

কোনোও সাড়া শব্দ নেই।

আবার মৃদু করাঘাত।

পায়ের শব্দ শোনা গেল ভিতরে। রাজকুমার আর বনমালী শিকারী বাঘের মত প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

'কে ?' ভেতর থেকে প্রশ্ন হ'ল।

বনমালী গলাটা একটু গম্ভীর ক'রে বললে, 'শিগ্গির দরজা খোলো।'

দরজা খুলে একজন বৃদ্ধ বাইরে এলো। রাজকুমার লাফিয়ে

তার গলা টিপে ধরলো; বনমালী দড়ি দিয়ে নিমেষে তার হাত পা বেঁধে ফেললো, বুড়ো ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলো, হয়ত পেয়েছিলো তীব্র ভয়; গলা দিয়ে শব্দ বার করতে পর্য্যন্ত ভুলে গেল।

আর একটু হলেই সে চেঁচিয়ে উঠছিলো; রাজকুমার পকেট থেকে রুমাল বার করে ততক্ষণ মুখ বেঁধে ফেলেছে।

'ভেতরে যে ব্যাটা আছে তাকে আর বাঁধা ছাঁদা নয়, বন্দুকের এক ঘা মাথায়, ব্যস! ঠাণ্ডা।'

'বেশ চল।'

ওরা ভেতরে এলো।

বনমালী বন্দুক দিয়ে জোরে এক ঘা লাগিয়ে দিলে ওর মাথায়, ও যেমন ঘুমোচ্ছিলো তেমনি ঘুমোতে লাগলো। মরে গেল কিনা কে জানে!

'আর দেরী নয় বনমালী, এবার খুঁজতে আরম্ভ করে দে, নিশ্চয়ই এ ঘরের মধ্যেই কোথাও জিনিষ লুকোনো আছে, এখানে ওরা কেউ কেউ থাকে।'

তেমন কিছু দেখা গেল না। ঘরের এক কোণে তিনটে বড় হাঁড়ি; একটায় চাল, একটায় ডাল এবং একটায় জল, বোধ হয় খাবার জল সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে, বড় বড় পোকা কিল বিল করছে তার মধ্যে।

ঘরের চারটে দেওয়াল বিশেষ পরীক্ষা করে দেখা হ'ল, তেমন সন্দেহজনক কোনও খুপরী বা ফাঁক নেই যেখানে কিছু লুকিয়ে রাখা যেতে পারে।

চঞ্চল জুজোড়া চোখের দৃষ্টি সমস্ত ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিছুই পাওয়া গেল না, এতো পরিশ্রম তাদের বোধহয় বৃথা গেল।

বিরক্ত হয়ে রাজকুমার ঘরের মধ্যে যে ছেঁড়া মাদুরখানা বিছানো ছিলো তাতেই একটা লাথি মারলো। মাদুরটা একপাশে সরে গেল। মাদুরের তলায় মেঝের সঙ্গে সমান ভাবে দু'দিক থেকে দু'খানি তক্তা লাগানো। হঠাৎ দেখলে কিছু বোঝবার উপায় নেই, দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

রাজকুমার টানাটানি করতে এক পাশের তক্তা সরে এলো। ভেতরে স্তূপীকৃত করে রাখা নানা মূল্যবান জিনিষ। এক কোণে তিন তাড়া নোট। রাজকুমার দেখেই চিনতে পারলো এই নোটই সেদিন পত্রবাহকের হাতে সে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু কোথায় সে হীরের আংটি এবং ঘড়ি?

তচ্‌নচ্‌ করে ফেললো সব। কি ভাগ্যি রাজকুমার মাদুরটায় একটা লাথি মেরেছিলো, না হ'লে আজ শুধু হাতেই ফিরতে হত! বাড়ীটা যে একটা বড় রকমের আড্ডা এবং সমস্ত চোরাই মাল যে এ বাড়ীতেই সংগৃহীত হয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ করবার কিছু নেই।

একটা কাপড়ে বাঁধা পোঁটলা বনমালী ওপরে তুললো সেই গহ্বর [illegible] পোঁটলা খুলে ওরা দুজনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। কত প্রকারের মূল্যবান গহনা যে তার মধ্যে রয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই, বীরেশ্বর বাবুর হীরের আংটি ও ঘড়ি।

'এই তোর ব্যাগে কি আছে রে ?' রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলো।

'গোটা দশেক কলা আর ডজনখানেক চাপাটি।'

'ফেলে দে সব,' রাজকুমার বললে, 'এ সব যা পারিস তোর ব্যাগে ভরে নে। আমিও আমার ব্যাগ খালি করে ভরে নিচ্ছি, জলদি কর।'

দু'জনেই ব্যাগ ভর্ত্তি করে উঠে দাঁড়ালো, আর দূর থেকে শোনা গেল গলার শব্দ।

'শিগ্গির বাইরে আয় বনমালী।'

ওরা এগিয়ে বাড়ীর পেছনে বনের মধ্যে এসে গেল। গাছপালার ভিতর দিয়ে যত জোরে পারে ছুটতে লাগলো। কিন্তু অমন ঘন জঙ্গল ভেদ ক'রে তারা খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে পারলো না।

কিছুদূর এগিয়ে এসেই ওরা বুঝতে পারলে তারা পালাতে পারেনি। তাদের সকল কীর্ত্তি শত্রুপক্ষ জেনে গেছে, পেছনে দ্রুত অনুসরণ করছে সবাই।

'আর হোল না বোধ হয়,' রাজকুমার বললে, 'ধরা পড়ে গেলাম বুঝি।'

'তবে আসুন ঘুরে দাঁড়াই,' বনমালী বললে, 'যুদ্ধে ওদের নিশ্চয়ই হারিয়ে দিতে পারবো।'

'না না,' রাজকুমার বললে, 'ওদের লোক সংখ্যা অনেক বেশী, এবং হয়ত বন্দুক পিস্তল আছে সঙ্গে, তার চাইতে এক কাজ কর, ওদিকে না গিয়ে বরং আর একটা উল্টোদিক ধর, ডান হাতি; দেখি ওদের পাশ কাটানো যায় কি না।

ওরা ডান দিকে গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলো। ক্রমে লোকের কোলাহল অস্পষ্ট হয়ে এলো।

'যাক বাঁচা গেল,' বনমালী বললে, 'ব্যাটাদের ফাঁকি দেওয়া গেছে।'

'বোধ হয় না,' রাজকুমার বললে।

দশ

প্রায় এক মাইল পথ ওরা নিরুপদ্রবে হেঁটে এলো। দুজনেই অসম্ভব রকম পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় তারা শ্রান্ত এবং কাতর। কিন্তু এখন খাবারের চিন্তা করা বৃথা।

'ও পাশে খানিকটা,' বনমালী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ফাঁকা জমি আছে বোধ হয়, গাছপালা দেখেছি না; কটা বাজলো?'

'সাড়ে চার,' রাজকুমার উত্তর দিলে।

ওরা সেই ফাঁকা জায়গা লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো। সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে দিক নির্ণয় করবার অসুবিধে হল না, তারা উত্তর পশ্চিম কোণে চলেছে। ওদিকেই তাদের গ্রাম।

সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে।

বনের মধ্যে এরই মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে; আর খানিকক্ষণ পরে পথ চিনে চলা মুস্কিল হ'বে।

দূরে একটা খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে। এই সেই নদী যেখানে বীরেশ্বর বাবু এক রাত্রে আটকা পড়েছিলেন।

নদীর তীরে এসে ওরা থামলো।

নদী বেশ বড়। স্রোতের টান প্রবল। জোয়ারের জলে নদী প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো কি করা যায়। নদীটা পার

হতে পারলেই এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া যায়; একেবারে নিশ্চিন্ত। কিন্তু কেমন ক'রে পার হওয়া যায়? পশ্চাতে ফিরে যাওয়া নেহাৎ মূর্খতা; তা ছাড়া অপর পক্ষ যে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে এমন কথা মনে করবারও কোন কারণ নেই।

ভাবছিলো ওরা কি করা যায়।

ঠিক এমনি সময় হঠাৎ কোনদিক থেকে মানুষের অস্পষ্ট কথা শুনে ওরা চমকে উঠলো।

তাকিয়ে দেখে প্রায় পনেরো জন লোক চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলছে। এগিয়ে আসছে তারা দ্রুতপদে।

নিমেষে রাজকুমার এবং বনমালী ঠিক করে নিলে যুদ্ধ ব্যতীত উপায় নেই, রাজকুমার একবার তাকিয়ে নিলে ওদের মধ্যে শুধু একজনের হাতে মাত্র একটি বন্দুক, এবং সে লোক রূপলাল। প্রতিশোধের তীব্র উন্মাদনায় রূপলাল ছুটে আসছে; সমস্ত অপমানের এবং পরাজয়ের প্রতিশোধ এবার সে নেবে। একটা বন্দুক তার খোয়া গেছে, সেটা এখন বনমালীর অধিকারে।

কিন্তু বিবাদে পরের অস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস নেই। বনমালী নিজের বন্দুকটা হাতে নিলে। ওরা আরও খানিকটা এগিয়ে এলো, মাঝখানে শুধু পঁচিশ গজের তফাৎ।

হঠাৎ গ্রুম করে বন্দুক গর্জ্জে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে বনমালী কাৎ হয়ে পড়লো। দু'হাতে সে তার বুক চেপে ধরলো। রক্তে তার প্যাণ্ট এবং হাত লাল হয়ে গেল।

রাজকুমার এক মুহূর্ত্ত ভূতলে শায়িত বনমালীর দিকে তাকিয়ে

রূপলালের দিকে তাগ করে বন্দুকের ঘোড়া টিপলে। রূপলালের হাত থেকে বন্দুক খসে পড়লো। রাজকুমারের অব্যর্থ লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল না।

আর একজন ছুটে এলো সেই বন্দুকটা কুড়িয়ে নেবার জন্যে কিন্তু তার হাত বাড়ানোই রইলো; আবার গর্জ্জে উঠ্‌লো রাজকুমারের বন্দুক, সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো মাটিতে, আবার আর একজন; গর্জ্জালো রাজকুমারের বন্দুক, তার মাথার খুলি উড়ে গেল বোধ হয়।

বনমালী একবার উঠবার চেষ্টা করলো, পারলো না। রক্তে তার জামা লাল হ'য়ে গেছে, হতাশভাবে সে মাটিতে শুয়ে শুয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করে রইলো।

ওরা ক্রমশঃ এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে আসছে আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পরে গর্জ্জে উঠছে রাজকুমারের বন্দুক। অবিশ্রাম বন্দুকের গর্জ্জনে বনমালীর মাথা ঘুরতে লাগলো, সে চোখ বন্ধ করলো, আজ বোধ হয় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি।

চললো এমনি যুদ্ধ প্রায় আধ ঘণ্টা হঠাৎ রাজকুমার অস্ফুট কণ্ঠে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো। বন্দুকের টোটা ফুরিয়ে গেছে, পকেট হাতড়ে দেখলে একটিও কার্ত্তুজ নেই।

'বনমালী!' রাজকুমার চীৎকার ক'রে উঠলো।

অতিরিক্ত রক্তপাতে তার বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিলো, 'কি?' সে চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলো।

'পকেট কার্ত্তুজ ছিলো তোমার?' রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলো।

বনমালী কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো: তার দিকে, তারপর অনেক কষ্টে অস্ফুট স্বরে বললে, 'কৈ, না, সব ত আপনার কাছে ছিলো।' বনমালী আবার চোখ বুজলো।

সব শেষ। বন্দুক ফেলে দিয়ে রাজকুমার দুহাত তুলে আত্ম-সমর্পণ করবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। সে একা হ'লে নদী সাঁতরে স্বচ্ছন্দে ও-পাড়ে গিয়ে উঠতে পারতো, কিন্তু আহত বনমালীকে একা শত্রুর কবলে ত্যাগ করে পালাবার মত কাপুরুষ সে ছিলো না। ওদের বন্দুক অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, টোটা বোধহয় খুব কম ছিলো। বনমালী যদি মাটিতে না পড়তো গুলি মেরে তাহ'লে দু'জনে একবার দেখতো চেষ্টা ক'রে কটা লোকের মাথা কাটাতে পারে, কিন্তু এখন সে একেবারে একা, আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী এক সঙ্গে এতগুলো লোক, সম্মুখে শত্রু, পশ্চাতে নদী ; ওরাও এগিয়ে আসছে, দৃষ্টি তাদের হিংস্র, ক্রূর, প্রতিহিংসার আগুনে শরীর তাদের জ্বলে যাচ্ছে।

আর কয়েক হাত, তারপরে রাজকুমার এবং বনমালীর অপমান এবং লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না ; কিন্তু অপমান এবং অবমানার চাইতে মৃত্যু শতগুণে ভালো।

হঠাৎ কোনদিকে গুম করে বন্দুক গর্জ্জে উঠলো, ওদের মধ্যে একজন অতি উৎসাহি মাটিতে ধড়াস ক'রে কাত হ'য়ে পড়লো। আর একবার, আর একজন। নিস্পন্দের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো সবাই, আর এক পাও এগোতে পারলো না।

বিস্মিত দৃষ্টিতে রাজকুমার দেখলে স্বয়ং বন্দুক হাতে বীরেশ্বর বাবু এবং তাঁর দল বল।

তারা আসবার সময় বীরেশ্বর বাবুকে ফাঁকি দিয়ে এসেছিলো, বীরেশ্বর বাবু জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ এই বনের মধ্যে চলে এসেছেন।

অবিরাম বন্দুকের গর্জ্জনে তাঁর ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হ'তে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি, তিনি এসেছিলেন নদীপথে ;খানিকটা দূরে নৌকা বেঁধে তিনি বন জঙ্গলের মধ্যে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

যোদ্ধাবেশে বীরেশ্বর বাবুকে দেখে রাজকুমার আনন্দে চীৎকার করে উঠলো, সে চীৎকার শুনে বনমালী চোখ মেলে পাশ ফিরলো।

আর এরা ব্যাপার দেখে নিঃশব্দে জঙ্গলের মধ্যে পৃষ্ট প্রদর্শন করলো। যারা বন্দুকের গুলিতে আহত হ'য়ে মাটিতে কাতরাছিলো ; তাদের প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করলে না।

নিকটেই নৌকা বাঁধা ছিলো। বনমালীকে ধরাধরি করে নৌকাতে তোলা হ'ল। বাড়ী ফিরতে ফিরতে ওদের একটা বেজে গিয়েছিলো।

গল্প আমাদের এবারের মত এখানেই শেষ। সেদিনকার সে খুনোখুনির পর দুপক্ষেই অনেকটা সাময়িক ভাবে শান্ত হ'য়েছে এবং রায়েদের মধ্যে তারপর থেকে আর কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়নি। তবে রায়েরা সেই পরাজয়ের অবমাননার কথা ভুলে

যায়নি, তারা একটা ভালো রকম সুযোগ খুঁজছিলো ; কিন্তু ছেলেরাও তারপর থেকে চালাক হয়ে গিয়েছিলো বলে সহজে কিছু ঘটে উঠতে পারছে না।

বনমালীর চোট সেরে গেছে। সে নতুন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। তবে আশা করি দুপক্ষে আর কোন যুদ্ধ বাধবে না, যদি [illegible] এবং রোমহর্ষণ কোন ব্যাপার ঘটে তাহ'লে অবিলম্বে সে কাহিনী তোমাদের জানাবো বৈ কি।

—শেষ—